এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ ভুয়ো সিবিআই আধিকারিক সেজে চাকরির নথি হাতানোর চেষ্টা
বরানগরে আবাসনের ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার ৩

কলকাতা ১২ নভেম্বর ২০২৬ ২৫ কার্তিক ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ১৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.11.2026, Vol. 20 Issue No. 150, 8 Pages, Price 3.00

১৫ সেকেন্ডে ৩০ রাউন্ড গুলি

কুলগামে সিআরপিএফ চৌকিতে জঙ্গিহানা, জখম ৩ জওয়ান

শ্রীনগর, ১১ নভেম্বর: ফের জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা। বুধবার দুপুরে কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফের একটি নাকা চেকিং চৌকিতে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। এক সেনাকর্তা জানিয়েছেন, জঙ্গি হামলায় তিন জন সিআরপিএফ জওয়ান জখম হয়েছেন। উল্লেখ্য, ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটেছে যখন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর মনোজ সিং কুলগামে রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, কুলগাম জেলার মীরবাজারের নিকটবর্তী আখরানে এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। ওই এলাকায় সিআরপিএফের চৌকি রয়েছে। জওয়ানদের টহলদারি দেওয়ার সময় আচমকাই কয়েক জন জঙ্গি বাইকে চেপে এসে হামলা চালায়। বিবৃতি দিয়ে সিআরপিএফ জানিয়েছে, বুধবার দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ কুলগামে হামলা চালায় জঙ্গিরা। জওয়ানদের লক্ষ্য করে পর পর গুলি ছুড়তে শুরু করে তারা। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানেরাও। তবে জঙ্গিদের ছোড়া গুলিতে তিন জওয়ান আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত অনন্তনাগের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, জওয়ানদের গুলিতে কোনও জঙ্গি জখম হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন পুলিশ এবং জওয়ানেরা। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। আঁটোসাঁটো করা হয়েছে ওই এলাকার নিরাপত্তা। জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর বৈশাও উৎসবে যোগ দিতে কুলগামে রয়েছেন। সেই কারণে দিকে দিকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা জওয়ান, আধা সেনা জওয়ান, পুলিশেরা। সেই সময়ই এই ঘটনা ঘটল।

গত জুলাইয়ে জম্মু-কাশ্মীরে ১০ দিনের ব্যবধানে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিল। ২২ জুলাই অনন্তনাগের লালচকে পুলিশবাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করে জঙ্গিরা। সেই হামলার ঘটনায় এক জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়। তার মাস তিনেক পর আবার সেই কুলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনা। এ বার নিশানায় আধাসেনা জওয়ানেরা।

এদিকে, প্রকাশ্যে এসেছে কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলার দৃশ্য। ১৫ সেকেন্ডে প্রায় ৩০ রাউন্ড গুলি চালায় জঙ্গিরা। এক সেনাকর্তা জানিয়েছেন, জঙ্গি হামলায় তিন সিআরপিএফ জওয়ান জখম হয়েছেন। হামলার সেই দৃশ্যই ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। প্রকাশ্যে এসেছে সেই ভিডিয়ো। ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য, ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটেছে, যখন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর মনোজ সিং কুলগামে রয়েছেন।



যখন জওয়ানকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ইনসেটে) সিসিটিভি ফুটেজে সিআরপিএফ ক্যাম্পে এক জঙ্গিকে গুলি চালাতে দেখা যাচ্ছে।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সংজ্ঞাহীন, এইমসে ধনখড়



নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নয়াদিল্লির এইমসে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে। বুধবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে তিনি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সূত্রের খবর, হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন ধনখড়। তার পর সংজ্ঞা হারান। বেশ কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়।

সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, এইমসের কার্ডিয়ো-নিউরো সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৭৫ বছর বয়সি প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে। কার্ডিয়োলজি বিভাগের চিকিৎসকেরা তাঁকে দেখছেন। তবে তিনি এখন কেমন আছেন, স্পষ্ট নয়। ধনখড়ের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে এইমস কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও বিবৃতি জারি করেনি। সূত্রের খবর, প্রাতঃভ্রমণে হাঁটার সময় হঠাৎই পড়ে যান ধনখড়। কয়েক মিনিট তাঁর জ্ঞান ছিল না। নিরাপত্তারক্ষীরা একটি পিসিআর ভ্যানে করে দ্রুত তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা প্রথমে ধনখড়ের শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এইমসের চিকিৎসক সন্দীপ শেঠও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ধনখড়কে বাড়িতে রাখার ঝুঁকি নিতে চাননি চিকিৎসকেরা। অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়।



বুধবার নয়াদিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে ভারতের সম্মানীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি সৌজন্যে: ফেসবুক

হিমশিম ইঞ্জিনিয়াররা, এখনও জারি জলকষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: টালা ব্রিজের নীচে ব্রিটিশ আমলের ৭২ ইঞ্চির মূল জলের পাইপলাইনে ফাটল সারানোর কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। তবে মাটির প্রায় ২০ ফুট গভীরে থাকা এই পাইপের মেরামতি ঘিরে কার্যত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন ইঞ্জিনিয়াররা। পাইপের ভিতরে জমে থাকা জল বের করে কাজের জায়গা তৈরি করতেই সময় লাগছে। ফলে বুধবারও শহরের বিস্তীর্ণ অংশে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানাল পুরসভা। বর্তমান পরিস্থিতিকে পুরোপুরি সামাল দিতে শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করছে কলকাতা পুরসভা। বুধবার এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকায় কর্তৃপক্ষ জানায়, মূল পাইপটির মেরামতির পাশাপাশি বিকল্প পথে জল সরবরাহ চালু রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা।

টালা ব্রিজের পাশে থাকা ১২০০ মিলিমিটারের একটি পাইপলাইন এবং ১২ ইঞ্চির অন্য একটি লাইন দিয়ে জল ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই ক্ষেত্রে পুরসভার লক্ষ্য, শুক্রবারের মধ্যে বিকল্প লাইনে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা। তাতে মূল পাইপের মেরামতি চললেও বিভিন্ন এলাকায় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। যদিও এই কাজের জন্য বুধবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ছ'ঘণ্টার জল সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক এলাকায় এর প্রভাব পড়েছে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বিধান সরণি, কলেজ স্ট্রিট, রাজাবাজার, পার্ক সার্কাস, এজেসি বোস রোড, বালিগঞ্জ ও কসবা-সহ বিভিন্ন এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। বেলগাছিয়ার তারাশঙ্কর সরণিতেও নতুন পাইপ বসানোর কাজের জন্য জল পাওয়া যাচ্ছে না। আর সরবরাহ চালু হলেও আপাতত স্বাভাবিক চাপ পাওয়ার সম্ভাবনাও কম বলেই মনে করছেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা।

পাশাপাশি নাগরিকদের দুর্ভোগ কমাতে জলের ট্যাঙ্কারের সংখ্যা বাড়িয়েছে পুরসভা। যার মধ্যে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার, পাইকপাড়া, শোভাবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিট-সহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ১৫০টিরও বেশি ট্যাঙ্কার পাঠানো হচ্ছে। এছাড়াও পুরসভা সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চারটি বোরো এলাকায় মোট ২৫৪টি ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে। যা এখনও অবধি 'নজিরবিহীন' বলেই জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে ১১৯টি ট্যাঙ্কার বাড়ির দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য, ১০৯টি বস্তি এলাকায় এবং ২৬টি হাসপাতালে জল পৌঁছে দিয়েছে। সেন্ট্রাল এলাকায় সবচেয়ে বেশি ১৫০টি ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বোরো ১-এ ৫৩টি, বোরো ৪-এ ২৬টি এবং বোরো ২-এ ২৫টি ট্যাঙ্কার পৌঁছেছে। এছাড়াও জল সরবরাহ নিয়ে পুরসভার হেল্পলাইনে মোট ২০৫টি ফোন এসেছে। তার মধ্যে ৯৭টি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে।



ভোটের পর দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত

মমতার বাড়িতে বন্ধ ভাইফোঁটাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সরকারের শুধু বদল হয়নি, বদলেছে একদা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্র কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতার বাড়ির অনুষ্ঠান। কালীপুজোতে সাদামাটা পুজো অনুষ্ঠানের আগে থেকেই বিজয়া সম্মিলনীর পর এবার ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান থেকেও বিরত থাকলেন কালীঘাট তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছর কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে ঘটা করে ভাইফোঁটার আয়োজন করতেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচিত ব্যক্তিরাও যোগ দিতেন। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে এ বার সেই চেনা ছবি দেখা গেল না। যদিও দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, হেনস্থা ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন মমতা বলেই দাবি কালীঘাট তৃণমূল পক্ষের।

মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান দলের বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ভোটের পর থেকে দলের কর্মীদের উপর হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটছে বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। সেই পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানাতেই বিজয়ার পর ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানও করছেন না তৃণমূল নেত্রী, বলেই দাবি করেন কুনাল। এই প্রসঙ্গে তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখেন, 'মমতাদি এবার ভাইফোঁটা পালন করছেন না। এর আগে বিজয়া পালন করেননি। এবার ভাইফোঁটাও পালন করবেন না। ভোটের পর থেকে তৃণমূলকর্মীদের উপর যে হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার চলছে; তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিজয়া পালন করেননি মমতাদি। পারিবারিক কালীপুজো বন্ধ করা যায় না। তাই মায়ের পুজো করেছেন। কিন্তু ভাইফোঁটার কোনও অনুষ্ঠান করবেন না।'

যদিও প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিন কালীঘাটের বাড়িতে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলের বহু পরিচিত মুখের সমাগম হত। তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা মমতার হাত থেকে ফোঁটা নিতেন। তারপরে উপহার দেওয়া-নেওয়া এবং মিষ্টিমুখের মধ্য দিয়ে চলত উৎসব। গত বছরেও প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তবে এবারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগের মতো নেই।

কলকাতায় প্রথমবারের প্রবাসী ভারতীয় দিবসে স্বাগত শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন। আগামী বছরের ৭ থেকে ৯ জানুয়ারি কলকাতায় বসবে ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস কনভেনশন। সেই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক ওয়েবসাইট বুধবার নয়াদিল্লিতে উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য 'ফ্রম রুটস টু রিটার্ন রিইগনাইটিং ডায়াসপোরা কানেক্ট উইথ ভারত'। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসী ভারতীয়, তরুণ প্রবাসী নেতা, শিল্পপতি, উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী ও উদ্ভাবকদের এক মঞ্চে নিয়ে আসাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, প্রবাসী ভারতীয়রা ভারত ও বিশ্বের মধ্যে এক জীবন্ত সেতুবন্ধন। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে আজ ভারত বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই সম্মেলন প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার সুযোগ করে দেবে। তাঁর কথায়, কলকাতা শুধু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম কেন্দ্র নয়, প্রবাসী ভারতীয় সমাজ গঠনের ইতিহাসেও বাংলার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রবাসী ভারতীয় সম্মান প্রদান করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিদেশ মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গকে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে বেছে নেওয়ায় রাজ্য গর্বিত। সম্মেলনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই মিশন মোডে শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধন হওয়া ওয়েবসাইটে সম্মেলন-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, প্রতিনিধিদের নিবন্ধীকরণ, আবাসনের ব্যবস্থা, পর্যটন প্যাকেজ, যাতায়াত, কেনাকাটার স্থান, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার বিস্তারিত তথ্য থাকবে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধির ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের স্মরণে প্রবাসী ভারতীয় দিবস পালন করা হয়। সেই উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় প্রথমবার বিশ্বের নানা প্রান্তের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমাবেশ ঘটতে চলেছে।

দিল্লির দূষণের মাত্রা বুধেও যথেষ্ট ভয়াবহ



নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: এখনও ধোঁয়াশার কবলে দিল্লি। মঙ্গলবারের তুলনায় অবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও এখনও রাজধানীর দূষণের মাত্রা এখনও 'খারাপ' পর্যায়েই রয়েছে। বুধবার সকাল ৭টায় একিউআই ২৯৯ ছিল। মঙ্গলবার যা ছিল ৩০৭। অর্থাৎ আগের থেকে কিছুটা শুধরেছে পরিস্থিতি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে অবস্থাটা ভয়াবহই।

দীপাবলির আগে থেকেই শঙ্কা জাগাচ্ছিল রাজধানীর আবহাওয়া। যত সময় এগিয়েছে ততই বেড়েছে দূষণের মাত্রা। এরপর দীপাবলিতে লাগামছাড়া আতশবাজি পোড়ানোর সময় থেকেই পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে ভয়ংকর। যদিও প্রশাসনের তরফে আগে থেকেই নানা কড়াকড়ি করা হয়েছিল। তবুও শেষপর্যন্ত পরিস্থিতিটা কার্যত নিয়ন্ত্রণেই রাখা যায়নি। তারই ফলশ্রুতি, দীপাবলির দিন দুয়েক পরেও রাজধানীর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা।

সামগ্রিকভাবে সামান্য উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, দিল্লি জুড়ে অসংখ্য মনিটরিং স্টেশন 'খুব খারাপ' বায়ুর গুণমানের কথাই জানাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা চাওলার। সেখানে একিউআই ৩৯৬। এরপরই চাঁদনি চক (৩৭৯), ডিটিইউ (৩৭৫), আইআইটি দিল্লি (৩৭৫), উত্তর ক্যাম্পাস (৩৭৪), আইটিও (৩৬৭), বুরারি ক্রসিং (৩৬২), পুসা (৩৫৯), এনটিএইচ নরেলা (৩৫২), জাফরপুর (৩৫২)। তিনশোর উপরে দূষণের মাত্রা রয়েছে আরও বহু এলাকাতেই। ফলে গড় মান সামান্য কমলেও আলাদা করে দেখলে বহু অঞ্চলেই বাতাস এখনও প্রবল বিষাক্ত।

ফলতায় 'পুষ্পা'র প্রাসাদ ভাঙার কাজ শুরু প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে এবার বেআইনি নির্মাণের অভিযোগের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রশাসন। জেলাশাসকের নির্দেশ মতো বুধবার থেকে তাঁর নির্মিত বেআইনি বহুতল ভাঙার কাজ শুরু করল প্রশাসন। বর্তমানে জেলবন্দি আছেন জাহাঙ্গির। তাঁর স্ত্রীও জেলে আছেন বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বাড়ির বিরুদ্ধে প্রশাসনের পদক্ষেপ ঘিরে ফলতায় নতুন করে চর্চা শুরু হল।

তৃণমূলের ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচিত জাহাঙ্গির। স্থানীয় এলাকায় 'পুষ্পা' নামে পরিচিত জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ফলতায় একটি বহুতল অবৈধভাবে নির্মাণ করে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ ওঠে। বাড়িটির নির্মাণ সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পর তা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলেই সূত্রের খবর। যদিও জেলাশাসকের নির্দেশ পাওয়ার পর বুধবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভাঙার কাজ শুরু হয়। এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিডিও-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ওই এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

পুলিশি নজরদারির মধ্যেই শ্রমিকদের দিয়ে বহুতল ভাঙার কাজ চালানো হচ্ছে। এর আগে জাহাঙ্গির খান ও তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা জমির দলিল নিয়েও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার খবর সামনে এসেছিল। এবার বেআইনি নির্মাণ কাজের অভিযোগের বিরুদ্ধে বহুতল ভাঙার কাজ শুরু হওয়ায় বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এল। তবে জাহাঙ্গিরের রাজনৈতিক পরিচিতির কারণে এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে নজর রাখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাড়ি ভাঙার কারণ হিসেবে নির্মাণ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগকেই সামনে আনা হয়েছে। যদিও বুধবারের এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে জাহাঙ্গির বা তাঁর পরিবারের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।



ডেঙ্গু মোকাবিলায় বাংলার মডেলের প্রশংসা কেন্দ্রের, অন্য রাজ্যগুলিকেও অনুসরণের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গু মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গের পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। পশ্চিমবঙ্গের গড়ে তোলা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের মডেল দেশের অন্যান্য রাজ্যেরও অনুসরণ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। সম্প্রতি ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস কন্ট্রোল (এনসিভিবিডিসি) দেশের ডেঙ্গুপ্রবণ রাজ্যগুলির পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের ডেঙ্গু পরিস্থিতি, আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, রোগ নির্ণয়



ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা, পরীক্ষার কিট সরবরাহ এবং নজরদারি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

বৈঠকে রাজ্যের নিজস্ব ডেঙ্গু রিপোর্টিং পোর্টাল, স্বাস্থ্যকর্মীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, ডেঙ্গুজনিত মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণের ব্যবস্থা, বিশেষ অ্যান্টি-ডেঙ্গু মাস পালন এবং মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও জেলাশাসক স্তরে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার উদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, এই উদ্যোগগুলি অন্যান্য রাজ্যের কাছেও কার্যকর দৃষ্টান্ত হতে পারে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়া পদক্ষেপগুলিরও প্রশংসা করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর। পরিসংখ্যানও রাজ্যের সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৩২। চলতি বছর একই সময়ে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ১৪ হাজার ৬৩৪। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, আগাম নজরদারি, দ্রুত রোগ নির্ণয়, নিয়মিত জনসচেতনতা কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক স্তরে নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ফল মিলেছে।



পানিহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সীতারাম বাবা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত ছটব্রতীদের হাতে শাড়ি ও পুজোর সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।

সেলেবদের ভাইফোঁটা উদযাপন...



বোনের থেকে ফোঁটা নিলেন অভিনেতা দেব।



দাদা কবীরকে ফোঁটা দিল বোন কাব্য।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমায় পেনশনভোগীদের পাশে পূর্ব রেল

১০ দিনে ২৮৯৭ জনের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে গিয়ে প্রবীণ পেনশনভোগীদের যাতে প্রযুক্তিগত সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র চালু করেছে পূর্ব রেল। এই ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেইন ৫.০-র আওতায় ১০ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২৮৯৭ জন পেনশনভোগী সফলভাবে তাঁদের শংসাপত্র জমা দিলেন। আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। পূর্ব রেলের সদর দপ্তর, হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদহ বিভাগ এবং কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া ও জামালপুর ওয়ার্কশপে এই সহায়তা কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে। ১০ নভেম্বর এক দিনেই রেলকর্মীদের সহযোগিতায় ৩২১ জন পেনশনভোগী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে আসানসোলে সর্বাধিক ৯১ জন এবং হাওড়ায় ৬১ জন রয়েছেন। এছাড়াও ৮০ বছর বা তার বেশি বয়সি এবং কেন্দ্রে পৌঁছতে অক্ষম পেনশনভোগীদের বাড়তি সহায়তার ব্যবস্থা করেছে রেল। তাঁদের শংসাপত্র জমার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও উদ্যোগী হয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনায় ১ নভেম্বর থেকে এই কর্মসূচি চলছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। এই প্রসঙ্গে পূর্ব



রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, পেনশনভোগীদের দ্রুত ও সহজে পরিষেবা দিতে পূর্ব রেল ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। বিশেষ হেল্পলাইন কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ডিজিটাল শংসাপত্র জমার প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে।

কালীপুজো দেখে ফেরার পথে পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু তিন বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: কালীপুজো দেখে বাড়ি ফেরার পথে এক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন বন্ধুর। বুধবার ভোররাতে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়কের শিকারপুর এলাকার একটি নতুন পেট্রোল পাম্পের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মুরগিবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইকে থাকা তিন যুবকেরই ঘটনাস্থলে প্রাণহানি ঘটে। এই ঘটনায় পিকআপ ভ্যান চালকও মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃত তিন যুবকের নাম শুভজিৎ সরকার (২৫), সঞ্জয় রবিদাস (২৬) এবং নীলাদ্রি শেখর রায় (২৫)। এদের মধ্যে শুভজিৎ ও নীলাদ্রি শেখর মাথাভাঙার ৯ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং সঞ্জয় দক্ষিণ পচাগড় এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে এই তিন বন্ধু একই মোটরসাইকেলে চড়ে ধূপগুড়িতে কালীপুজো দেখতে গিয়েছিলেন। সারারাত পুজো দেখে বুধবার ভোরে বাড়ি ফেরার সময় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পিকআপ ভ্যান চালক গোপাল রায়কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই মাথাভাঙা থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। উৎসবের মরশুমে তিন সম্ভাবনাময় যুবকের এই আকস্মিক ও হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে গোটা মাথাভাঙা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হাওড়া থেকে লোকহা বাজারে প্রথম ছট স্পেশ্যাল ট্রেন, প্রতিদিন চালানোর দাবি যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ছটপুজোকে সামনে রেখে হাওড়া থেকে উত্তর বিহারের লোকহা বাজার পর্যন্ত এই প্রথম বিশেষ ট্রেন চালু করল ভারতীয় রেল। এই রুটে প্রথমবার সরাসরি ট্রেন পরিষেবা শুরু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা। মঙ্গলবার রাত ১১টা ২৫ মিনিটে হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকহা বাজারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। প্রথম দিনেই স্টেশনে যাত্রীদের ভালো ভিড় ছিল। পূর্ব রেল রেল সূত্রে জানান হয়, ০৩০৩১ নম্বরের হাওড়া-লোকহা বাজার স্পেশ্যাল ট্রেনটি নভেম্বরের ১০, ১৭ ও ২৪ তারিখ হাওড়া থেকে ছাড়বে। পরের দিন গন্তব্যে পৌঁছবে ট্রেনটি। ফিরতি পথে ০৩০৩২ নম্বরের লোকহা বাজার, হাওড়া স্পেশ্যাল চলবে ১১, ১৮ ও ২৫ নভেম্বর। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় উত্তর বিহারের মিথিলাঞ্চলের বহু মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষ করে ঝাঁঝারপুর, লোকহা বাজার, নির্মলী ও সুপৌল এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এতদিন হাওড়া থেকে এই অঞ্চলে সরাসরি ট্রেন না থাকায় অন্য পথে ঘুরে যাতায়াত করতে হত অনেককে। তাতে সময়ের পাশাপাশি খরচও বাড়ত। তবে উৎসবের মরশুমে কয়েকটি বিশেষ ট্রেন চালু করেই সন্তুষ্ট নন যাত্রীরা। তাঁদের দাবি, এই রুটে নিয়মিত ট্রেন পরিষেবা চালু করুক রেল। এক যাত্রীর কথায়, দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া থেকে লোকহা বাজার পর্যন্ত সরাসরি ট্রেনের দাবি জানিয়ে আসছি। এখন বিশেষ ট্রেন চালু হয়েছে। রেলের কাছে আবেদন, এই পরিষেবা যেন শুধু ছটপুজোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। প্রতিদিন ট্রেন চালানো হোক। এই বিষয়ে যাত্রীদের বক্তব্য, নিয়মিত ট্রেন চালু হলে উত্তর বিহারের বহু মানুষ কম খরচে এবং সহজে হাওড়া যাতায়াত করতে পারবেন। কর্মসূত্রে বা অন্য প্রয়োজনে যাঁদের বারবার যাতায়াত করতে হয়, তাঁদেরও সুবিধা হবে। এদিকে ছটপুজোর ভিড় সামলাতে হাওড়া স্টেশনে বিশেষ সতর্কতা অভিযান চালাচ্ছে রেল প্রশাসন। যাত্রীদের সুশৃঙ্খলভাবে ট্রেনে ওঠার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিজেদের জিনিসপত্রের দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন রেলকর্মীরা। নতুন এই পরিষেবা আগামী দিনে স্থায়ী রেল যোগাযোগের পথ খুলে দেয় কি না, তার দিকেই তাকিয়ে আছেন ওই রুটে সফরকারী যাত্রীরা।

আজ থেকে স্বাভাবিক রুটে চলবে কলকাতা স্টেশনের সব ট্রেন, জানাল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা স্টেশনে জল জমার সমস্যা কাটিয়ে আজ থেকে সমস্ত মেল, এক্সপ্রেস ও শহরতলির ট্রেন স্বাভাবিক রুটে চলবে। ভবিষ্যতে যাতে রেললাইনে জল ঢুকে ফের পরিষেবা ব্যাহত না হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত নিকাশি পরিকাঠামোও তৈরি করছে শিয়ালদহ বিভাগ। বুধবার এই কথা জানান শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিষ্ঠা, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। শুরু থেকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল পুনরায় চালু করা। ডিআরএম এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, সমস্ত মেল বা এক্সপ্রেস এবং শহরতলির ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক রুটে চলাচল করার কথা যাত্রীদের জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। রেললাইনে যাতে জল প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য শিয়ালদহ বিভাগের পক্ষ থেকে বিকল্প ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের জল জমার সম্ভাবনা কমাতে একটি অতিরিক্ত নিকাশি ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে। গত সোমবার টালা পাম্পিং স্টেশনে ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের একটি জল সরবরাহকারী পাইপলাইনে বড়সড় লিকেজের জেরে কলকাতা স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় জল জমে যায়। এর জেরে কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচল ব্যাহত হয়। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে হয় চক্র রেল পরিষেবাও। পাশাপাশি জল জমার কারণে



সিগন্যালিং ব্যবস্থাতেও সমস্যা দেখা দেয়। রেলের কর্মীদের চেষ্টায় বুধবার সেই ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগী হন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা করে বিশেষ দল গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা নিজে দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখেন, বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়াও ছট পুজো উপলক্ষে কলকাতা স্টেশনে অপেক্ষমান যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে খাবারের প্যাকেট, পানীয় জল ও জলখাবার বিতরণের ব্যবস্থাও করে শিয়ালদহ বিভাগ। এই অদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে রেলকর্মীদের পাশাপাশি যাত্রীদের ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শিয়ালদহ শাখার ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা।

কর্তব্যের খাতিরে বাড়ি ফেরা হয়নি, থানায় এসে পুলিশকর্মীদের ফোঁটা দিলেন পাড়ার বোনেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভাইফোঁটা মানেই ভাই আর বোনের স্নেহের অটুট বন্ধন। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁর দীর্ঘ জীবন আর ভালো থাকার প্রার্থনা করেন বোনেরা। তবে এই উৎসবের দিনেও যাঁরা ঘরের মানুষের পাশে না থেকে সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন, সেই পুলিশকর্মীদের মুখে হাসি ফোটালেন হাওড়ার একদল সাধারণ মহিলা। বুধবার ভাইফোঁটা উপলক্ষে এক অনন্য ছবি দেখা গেল হাওড়ার এজেসি বোস বোটানিক্যাল গার্ডেন থানায়। পরিবারের থেকে দূরে, ডিউটিতে ব্যস্ত থাকা পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য এক বিশেষ ফোঁটা দেওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় এলাকার মহিলারা। বুধবার থানার সব পুলিশকর্মী এই অনুষ্ঠানে শামিল হন। ঘরের বোনেদের মতোই পাড়ার মহিলারা পরম যত্নে তাঁদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে মঙ্গল কামনা করেন। পরিবারকে ছেড়ে, উৎসব ছেড়ে ডিউটি করা এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে পেরে খুশি এলাকার বোনেরা। তাঁরা জানান, পুলিশকর্মীরা নিজেদের উৎসব-আনন্দ ভুলে সারা বছর দিন-রাত এক করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দিয়ে যান। উৎসবের দিনেও তাঁদের ছুটি মেলে না, ফলে পরিবারের সঙ্গে আনন্দ করার সুযোগটুকুও তাঁরা পান না। এই প্রসঙ্গে উদ্যোক্তা মহিলাদের বক্তব্য, কর্তব্যের খাতিরে কোনো পুলিশকর্মী যেন ভাইফোঁটার এই পবিত্র দিনে নিজেকে একা বা বোনহীন মনে না করেন, সেই ভাবনা থেকেই আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টা। যাঁরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের পরিবার ছেড়ে লড়ছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বোনের স্নেহ ও ভালোবাসা ভাগ করে নিতে পেরে আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত।দ পাড়ার বোনেদের এই আন্তরিক ছোঁয়ায় থানার চেনা গম্ভীর পরিবেশ নিমেষেই এক আবেগঘন উৎসবের আঙিনায় বদলে যায় থানার ভিতরের চত্বর।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের পরিবারের জন্য নৈহাটি স্টেশনে খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার সকালে অসমের গুয়াহাটির কাছে ডিগারু স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কলকাতা, সাইরাং এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটির ইঞ্জিন-সহ একাধিক কামরা বেলাইন হয়ে গিয়েছে। যদিও দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের বিকল্প স্পেশ্যাল ট্রেনের মাধ্যমে তাঁদের গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের পরিবারের জন্য পূর্ব রেলের তরফে নৈহাটি-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে হেল্প ডেস্ক অর্থাৎ বিশেষ যাত্রী সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতিতে যাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। নৈহাটি স্টেশনের হেল্প ডেস্কে থাকা পৃথা সরকার জানান, কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় পূর্ব রেলের তরফে যাত্রী সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন করে তাঁদের তথ্য জানানো হচ্ছে। মূলত, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের পরিবারের জন্যই নৈহাটিতে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।

শিয়ালদহ-নামখানা শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বাড়াতে বড় পদক্ষেপ পূর্ব রেলের

লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা ডবল লাইনের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে তৎপরতা

দেবাশিস দে

শিয়ালদহ: দক্ষিণ শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা রুটে ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাপ সামাল দিতে এবং ট্রেনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে স্থায়ী সমাধানের পথে দ্রুত এগোচ্ছে পূর্ব রেল। শিয়ালদহ থেকে নামখানা পর্যন্ত মসৃণ রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করতে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে নামখানা পর্যন্ত ৪৬.৫৫ কিলোমিটার রেলপথকে ডবল লাইনে রূপান্তরের কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে রেলওয়ে বোর্ড। রেল সূত্রের খবর, গত বছরের (২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর) রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের চূড়ান্ত জরিপ বা 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে' (এফএলএস) এবং 'ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর)-এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের পর বর্তমানে সেই সমীক্ষার কাজ গুটিয়ে এনে মূল ট্র্যাক পাতার প্রক্রিয়া শুরুর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার সরাসরি সংযোগকারী এই রেলপথটিতে যাত্রী সংখ্যা এখন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। গঙ্গাসাগরের প্রবেশদ্বার হিসেবে কাকদ্বীপ ও নামখানা হয়ে লট নম্বর ৮ ঘাটের সংযোগ থাকায় এই শাখায় এখন সারা বছরই পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের মতে, বর্তমানের এক লাইনের (সিঙ্গেল লাইন) সীমাবদ্ধতার কারণে চাইলেও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ ট্রেনের ক্রসিং করাতে গিয়ে বিস্তর সময় নষ্ট হয়। তাই সাময়িক কোনো জোড়াতালি সমাধান নয়, বরং ডবল লাইনের আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে এই শাখায়



স্থায়ী স্বস্তি ফেরানোই রেলের প্রধান লক্ষ্য। পূর্ব রেলের এক আধিকারিকের কথায়, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা অংশটি ডবল লাইনে রূপান্তরিত হলে ক্রসিংয়ের অপেক্ষা চিরতরে ঘুচবে। এর ফলে পিক আওয়ারে একের পর এক লোকাল ট্রেন চালানো সম্ভব হবে, যা যাত্রী দুর্ভোগের স্থায়ী সমাধান করবে। রেল কর্তৃপক্ষের এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার খবরে স্বস্তির আবহ তৈরি হলেও, লাইনে প্রতিদিনের তীব্র ভিড় নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন স্থানীয় নিত্যযাত্রী ও পড়ুয়ারা। ট্রেনের নিত্যযাত্রী দিগন্ত মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আগে এই লাইনে যাত্রীরা অনায়াসে বসে যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু এখন বসা তো দূরের কথা, কামরায় দাঁড়ানোর জায়গা মেলাও দায়। আমরা চাই রেল কর্তৃপক্ষ যেন ডবল লাইনের কাজ ফেলে না রেখে দ্রুত ট্রেনের সংখ্যা বাড়ায়। ভিড়ের কারণে সবচেয়ে বেশি নাজেহাল হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিদিন ট্রেন ধরে কাকদ্বীপের স্কুলে যাতায়াত করা দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর কথায়, স্কুলের সময়ে ট্রেনের দরজায় বাদুড়ঝোলা ভিড় থাকে। কামরার ভিতরে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায় না। বহু সময় ভিড়ের চাপে স্টেশনে নামতেই পারি না, আবার অনেক সময় প্রাণ হাতে করে কোনোমতে দরজার হাতল ধরে ঝুলতে হয়। আমাদের যাতায়াত অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অবিলম্বে সকাল ও বিকেলের দিকে অতিরিক্ত ট্রেন দেওয়া দরকার। একই সুর শোনা গেল স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রী ঊষারানি সামন্তের গলাতেও। তিনি প্রশাসনিক স্তরে দ্রুত উদ্যোগের দাবি তুলে বলেন, আমাদের এলাকা থেকেই কাকদ্বীপের বিধায়ক দীপঙ্কর জানা মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। আমরা এই সমস্যার সমাধানে ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি যেন উদ্যোগী হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এই রেল সমস্যার বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করে কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়তা করেন। স্থানীয় যাত্রী ও পড়ুয়াদের এই ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং প্রশাসনিক তৎপরতার মাঝেই পূর্ব রেল স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা শাখায় ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর মূল চাবিকাঠি ডবল লাইনের বাস্তবায়ন। সমীক্ষার কাজ শেষ হলেই যত দ্রুত সম্ভব মূল লাইন পাতার কাজ শেষ করে সুন্দরবন রুটে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে বদ্ধপরিকর রেল প্রশাসন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আইনি নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রীমতী প্রতিমা দাস, স্বামী- সঞ্জয় দাস, গত ১৯/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর শ্রীরামপুর বিক্রয় দলিল মূলে ১ কাঠা ০৮ ছটাক ৩৪ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। -এ রেজিস্ট্রিকৃত ০২৭০২/২০২৪ নম্বর উক্ত সম্পত্তিটি বিক্রেতা ১. প্রসান্ত ঘোষ এবং ২. সুরুপা ঘোষ-এর পক্ষে তাঁদের নিযুক্ত আমমোক্তার পার্শ্ব ঘোষ পিতা- স্বর্গীয় জানকী নাথ ঘোষ -এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে, যা এ.ডি.এস.আর শ্রীরামপুর-এ রেজিস্ট্রিকৃত মূল বলে আমমোক্তারনামা দলিল নম্বর ০৪০৩৯/২০২২ ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গা, জে.এল নম্বর- ০৪, আর.এস দাগ নম্বর-৪৩২৭, এল.আর দাগ নম্বর- ৪৮৬০, এল.আর খতিয়ান নম্বর- ১১৫৭। বর্তমানে আমার মক্কেল বি.এল এবং এল.আর.ও শ্রীরামপুর, হুগলী কার্যালয়ে নামপত্তন এর জন্য আবেদন করেছেন। যদি উক্ত আমমোক্তার-নামার দাতা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে, তবে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে আগামী এক (০১) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অন্যথায়, উক্ত সময়সীমা পার হওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Sanchita chatterje
Advocate

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ২০২৬, ২৫ কার্তিক ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার



ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা...। ভাইফোঁটার দিন শরৎ ব্যানার্জি রোডে বোনের বাড়িতে ফোঁটা নিতে পৌঁছলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ফোঁটা দিলেন তাঁর দুই বোন। ভাইফোঁটা উপলক্ষে বাড়িতে ছিল বিশেষ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। এদিন দুপুরের মেনুতে ছিল চিতল মাছের মুইঠ্যা এবং পাবদা মাছের ঝাল।

ভুয়ো সিবিআই আধিকারিক সেজে চাকরির নথি হাতানোর চেষ্টা, ধৃত তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নিজাম প্যালেসে ঢুকে সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের গোপন নথি সংগ্রহের চেষ্টার মতো দুঃসাহসিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল কলকাতা। যদিও শেষ পর্যন্ত স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (এসএসসি) আধিকারিকদের তৎপরতায় ধরা পড়ল ওই তিন যুবক। ভুয়ো সিবিআই আধিকারিকদের ভবানীপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে সিবিআইয়ের একাধিক জাল পরিচয়পত্র, ভারত সরকারের লোগো লাগানো বিলাসবহুল গাড়ি এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নামে তৈরি ভুয়ো নিয়োগপত্র উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম বিপ্রর্ষি বসু, শুভম সরকার ও পল্লব মণ্ডল। মঙ্গলবার সকালে ভারত সরকারের বোর্ড লাগানো একটি গাড়ি নিজাম প্যালেসের ভিতরে ঢোকে। গাড়ির সামনে ও পিছনে সরকারি বোর্ড থাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের তল্লাশি পেরিয়ে তারা ওই ভবনের চত্বরে পার্ক করার সুযোগ পায়। এরপর গাড়ি থেকে নেমে তিন যুবক সোজা এসএসসি দপ্তরে চলে যায়।

সেখানে নিজেদের সিবিআই আধিকারিক বলে পরিচয় দেয় তারা। বিপ্রর্ষি নিজেকে সিবিআইয়ের ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার বলে দাবি করে। বাকি দু'জন নিজেদের পরিচয় দেয় ইন্সপেক্টর হিসেবে। কমিশনের মাধ্যমে সম্প্রতি যাঁরা সরকারি চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানায় তারা। সেই সূত্রে নির্দিষ্ট কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীর নথি, তালিকা এবং ব্যক্তিগত তথ্য দেখতে চায়। যদিও প্রথমে তাদের কথাবার্তায় বিশেষ সন্দেহ হয়নি এসএসসি আধিকারিকদের। কিন্তু গোপন নথি পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত চাপ দিতে শুরু করতেই সন্দেহ হয় তাঁদের। তিন যুবকের পরিচয়পত্র



খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে অসঙ্গতি নজরে আসে। এরপর তাঁদের একটি ঘরে বসিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এসএসসি আধিকারিকরা। অধিকারিকদের একাধিক প্রশ্নের মুখে তিনজনের কথায় একাধিক অসংগতি ধরা পড়ে। তখনই ভবানীপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত নিজাম প্যালেসে পৌঁছে তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে সিবিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়া যায়, ধৃতদের সঙ্গে ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। এই ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, ধৃতদের কাছ থেকে সিবিআইয়ের বেশকিছু ভুয়ো পরিচয়পত্র, ভারত সরকারের লোগো ও বোর্ড লাগানো একটি বিলাসবহুল গাড়ি এবং একাধিক ভুয়ো নিয়োগপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের সঙ্গে এই চক্রের যোগ থাকতে পারে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নামে তৈরি নিয়োগপত্রও উদ্ধার হয়েছে। তবে ঠিক কী উদ্দেশ্যে তিন যুবক এসএসসির দপ্তরে গিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীর নথি চেয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, ধৃতদের সঙ্গে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার কোনও বড় চক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ভবানীপুর থানার পুলিশ। তাই ধৃতদের জেরা করে চক্রের কাজকর্ম ও সম্ভাব্য অন্যান্য সহযোগীদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

কালীপ্রতিমা নিরঞ্জনে তৎপর পুরসভা, তৈরি ৩৩টি ঘাট, থাকছে ক্রেন-অ্যাম্বুল্যান্স ও মেডিক্যাল টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জন নির্বিঘ্নে যাতে সম্পন্ন হয়, তার জন্য আগেভাগেই কোমর বেঁধে প্রস্তুতি সেরে রাখল কলকাতা পুরনিগম। বুধবার থেকেই প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব শুরু হওয়ায় শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মোট ৩৩টি ঘাটকে বিশেষভাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এই বছর গঙ্গা ও আদি গঙ্গার পাশাপাশি কয়েকটি পুকুরেও প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করে পুরসভা। প্রতিমা নিরঞ্জনকারীদের নিরাপত্তা, গঙ্গা-সহ ঘাটের পরিচ্ছন্নতা এবং গঙ্গার দূষণ রোধ করতে একাধিক বিভাগের কর্মীদের পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত রাখা হয়। কলকাতায় দুর্গাপুজোর তুলনায় এবার কালীপুজোর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে বিসর্জনের দিনগুলিতে সব ঘাটে ভিড়ও বাড়বে। সেই কথা মাথায় রেখে এই বছর প্রতিটি ঘাটের দায়িত্বে থাকছেন পুরসভার একজন করে উচ্চপদস্থ আধিকারিক। পুরসভার পার্ক অ্যান্ড স্কোয়ার, নিকাশি এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা যৌথভাবে এই কাজ করবেন। এছাড়াও ঘাটের থেকে বর্জ্য সরানোর জন্য থাকছে ডাম্পার, ক্রেন



ও জেসিবি মেশিন। গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জনের পর প্রতিমার কাঠামো ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে সরাসরি ডাম্পারে চাপিয়ে ধাপার ল্যান্ডফিল্ডে পাঠানো হবে বলেই পুরসভা সূত্রে খবর।

এই বছরে পুরসভার প্রস্তুতি অনুযায়ী, হুগলি নদীর ধারে ২১টি এবং আদি গঙ্গার ধারে তিনটি ঘাটকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন এলাকায় ন'টি পুকুরে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের গঙ্গার ঘাটগুলির মধ্যে আছে বাগবাজার, কুমোরটুলি, মায়ের ঘাট, রতনবাবু, সর্বমঙ্গলা, বাজা কদমতলা, জাজেস, দই ও বিছালি ঘাট। আদি গঙ্গার পাশে তৈরি করা হয়েছে রামরিক, মুখার্জি ও বলরাম বোস ঘাট। তবে পুরসভার নির্দেশিত পুকুরগুলির মধ্যে থাকছে ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের পোদ্দার পুকুর, ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের লায়েলকা পুকুর এবং ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের রানিদিঘি। ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডে আরও ছ'টি পুকুরে নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব ঘাটে সিঁড়ি পরিষ্কার রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে পুজো কমিটির সদস্যদের ঘাটের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এছাড়াও ফুল ও পুজোর সামগ্রী ফেলার জন্য আলাদা জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি যাতে ঘাটে ছড়িয়ে না থাকে, তার দিকে কড়া নজর রাখবেন ঘাটে উপস্থিত পুরসভার সাফাইকর্মীরা। শুধু তাই নয়, যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি সামলাতে প্রতিটি ঘাটে রাখা হচ্ছে চিকিৎসক, নার্স, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং একটি করে অ্যাম্বুল্যান্স। সন্ধ্যার পর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য এই সব ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরসভার আলোক বিভাগের কর্মীরা ঘাটগুলিতে নির্দিষ্ট দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি প্রতিটি ঘাটে রাখা হচ্ছে বায়ো টয়লেট। এই প্রসঙ্গে পুরসভার এক আধিকারিক জানান, দুর্গাপুজোয় সুষ্ঠুভাবে বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। তবে দুর্গাপুজোর তুলনায় শহরে কালীপুজোর সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। এই বিপুল সংখ্যক প্রতিমা নিরঞ্জনে বহু মানুষ ঘাটে উপস্থিত হন। তাই নিরাপত্তা বজায় রাখা, ঘাট পরিচ্ছন্ন রাখা, পর্যাপ্ত আলো ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গঙ্গা দূষণ যাতে না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য থাকছে।

কলকাতায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১০৯, বাজেয়াপ্ত ১৩.১ কেজি নিষিদ্ধ বাজি



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের মরশুমে শহরের নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নজরদারি আরও বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১০৯ জনকে। পাশাপাশি নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে ১৩.১ কেজি বাজি। ট্রাফিক আইন অমান্য করার অভিযোগে দায়ের হয়েছে ৩৬৩টি মামলা। লালবাজার সূত্রে খবর, মঙ্গলবারের অভিযানে নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে প্রকাশ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ১০৯ জনকে আটক করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিশেষ তল্লাশি চালিয়ে ১৩.১ কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করেছেন পুলিশকর্মীরা। যদিও শহরের রাস্তায় দুর্ঘটনা কমাতে ট্রাফিক পুলিশের অভিযানেও কড়াকড়ি ছিল। হেলমেট ছাড়া মোটরবাইক চালানোর অভিযোগে ১৬৮ জন চালক এবং তাঁদের সঙ্গে থাকা ৪৭ জন আরোহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৩২টি এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেই লালবাজার সূত্রে খবর। এছাড়াও অন্যান্য ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে আরও ৮৮টি মামলা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, দুর্গাপুজোর পর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমরা এই ধরনের বিশেষ অভিযান চালিয়ে থাকি। অর্থাৎ, উৎসবের মরশুম শেষ হলেও শহরের নিরাপত্তা এবং রাস্তায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশের নজরদারি চলবে। উল্লেখ্য, কালীপুজোর দিনও শহরে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সেদিন ৩২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৮৯০টি মামলা দায়ের করা হয়। উদ্ধার হয়েছিল নিষিদ্ধ বাজি ও অবৈধ মদ। তবে উৎসবের মরশুমে পরপর এই অভিযানগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট, শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যথেষ্টই তৎপর কলকাতা পুলিশ।

ওড়ার মুখে কলকাতা-মুম্বই বিমানকে হাইজ্যাকের হুমকি, রানওয়ে থেকে সরিয়ে নেওয়া হল আইসোলেশন বে'তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিমানবন্দরে বুধবার সকালে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। এদিন কলকাতা থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান ওড়ার ঠিক আগে সেটিকে হাইজ্যাক করার হুমকি ঘিরে বিমানবন্দরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নির্দিষ্ট আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিআইএসএফের জওয়ান এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। এরপরই শুরু হয় বিমানের তল্লাশি অভিযান। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৭৭২ বিমানটির বুধবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। এয়ারবাস এ৩২০ নিও মডেলের বিমানটি ওড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বিমানের শৌচাগারে হাইজ্যাক সংক্রান্ত একটি বার্তা বিমান কর্মীর নজরে আসে। এইক্ষেত্রে অভিযোগ, শৌচাগারের ভিতরে লিপস্টিক দিয়ে ওই হুমকি লেখা ছিল। এই বিষয়টি চোখে পড়তেই বিমানকর্মীরা সঙ্গে



সঙ্গে পাইলটকে সতর্ক করেন। এর পরেই পাইলট এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জরুরি সতর্কবার্তা পাঠান। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও এক মুহূর্ত দেরি না করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরপরই বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে অন্য উড়ানের চলাচল থেকে দূরে আইসোলেশন বে-তে রাখা হয়। সেখানে পৌঁছে সিআইএসএফ এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মীরা বিমানের তল্লাশি শুরু করেন। বিমানের ভিতরে প্রতিটি জায়গা পরীক্ষা করার পাশাপাশি যাত্রীদের ব্যাগেজও খতিয়ে দেখা হয়। কোনও সন্দেহজনক বস্তু আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে তল্লাশি চালানো হয়। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিমানটিকে ওড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানান হয়েছে। যদিও হঠাৎ বিমান সরিয়ে নেওয়া এবং নিরাপত্তাকর্মীদের তৎপরতা দেখে যাত্রীদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়। কীভাবে এই হুমকির বার্তা এল, কে বা কারা এর পিছনে রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বার্তার মাধ্যমে নিছক আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে বলেই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আপাতত নিরাপত্তার সব দিক খতিয়ে দেখছেন বিমানবন্দরের আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মীরা।

চন্দ্রিমার হাত থেকে ফোঁটা নিলেন ঋতব্রত-অরূপরা, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের অনুষ্ঠানে মমতার ভাই বাবুনও



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার আয়োজিত হল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানে হাজির হলেন দলের একাধিক পরিচিত নেতা-নেত্রীরা। প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে ফোঁটা নিলেন ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস-সহ দলের একাধিক শীর্ষনেতা। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তাঁর উপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হল। এদিন চন্দ্রিমার কাছ থেকে ফোঁটা নেন জাভেদ খান, অরূপ রায়, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সন্দীপন সাহা, শান্তনু সেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋজু দত্ত। একাধিক পরিচিত মুখের এই জমায়েতে বিশেষ নজর কাড়ল বাবুনের উপস্থিতি।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে কালীঘাটে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের কালীপুজোয় হাজির হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে পুজো দেওয়ার পর বাবুন মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। মঙ্গলবার বাবুনের এই প্রকাশ্য মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তৈরি হয়। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর এই সমর্থনের বার্তা এবং পরদিন গণতান্ত্রিক তৃণমূলের ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, এই দুটি ঘটনা নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে।

২০৯টি ওয়ার্ডে বিজেপির স্থানীয়রাই কো-অর্ডিনেটর হবেন: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ভাইফোঁটার দিনে 'কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ' প্রশ্নে স্পষ্ট জানান, দলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। অন্য দল থেকে আসা কাউন্সিলরদের উপর নির্ভর করে সংগঠন চালানোর পথে হাঁটতে নারাজ রাজ্য গেরুয়া শিবির। বিশেষ করে তৃণমূলের কোনও বর্তমান কাউন্সিলরকে বিজেপির টিকিট দেওয়া হবে না বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ নিয়ে শমীকের স্পষ্ট বক্তব্য, বিজেপির স্থানীয় কর্মী ও নেতারাই কো-অর্ডিনেটর হবেন। তৃণমূলের কাউন্সিলরদের এই দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যারা কাউন্সিলর হয়েছিল লুঠ করে, তাদের কো-অর্ডিনেটর করে পাঠানো হবে না। একই সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, তৃণমূলের কোনও বর্তমান কাউন্সিলর বিজেপির টিকিট পাবেন না। পুরভোট নিয়ে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার মধ্যেও বুধবার দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন করার পক্ষেই সওয়াল করেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, কিছু মানুষ কোর্টে গিয়ে ভোট করতে দিচ্ছেন না। আমরা তো চাই ভোটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের রায় নিয়েই পরিষেবা দিতে। আদালতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, কোর্টেরও বোঝা উচিত মানুষের জন্য আদালত, আদালতের জন্য মানুষ নয়। রায় পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তবে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নাগরিক পরিষেবা বন্ধ রাখা যায় না বলেও মনে করিয়ে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, মানুষকে তো পরিষেবা দিতে হবে, সরকারের তো এটাই কাজ। যদিও কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন কবে হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস এবং আইনি জটিলতায় কলকাতার পুরভোটের দিনক্ষণও স্থির হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ২০৯টি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সেই প্রেক্ষাপটে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বকে দায়িত্ব দেওয়ার ঘোষণা রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ভোটের অপেক্ষায় না থেকে ওয়ার্ড স্তরে সংগঠনকে সক্রিয় রাখা এবং নাগরিক সমস্যায় সরাসরি মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এখন দলের লক্ষ্য বলে এদিনে শমীকের বক্তব্যে স্পষ্ট। যদিও বুধবার ভাইফোঁটার সকালে রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে অবশ্য পারিবারিক উৎসবেও সামিল হলেন শমীক। এদিন ভাইফোঁটা উপলক্ষে শরৎ ব্যানার্জি রোডে বোনের বাড়িতে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। নিয়ম মেনে তাঁর দুই বোন তাঁর কপালে ফোঁটা দিয়ে মঙ্গল কামনা করেন। ভাইফোঁটা উপলক্ষে বাড়িতে ছিল বিশেষ খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। এদিন দুপুরের মেনুতে ছিল চিতল মাছের মুইঠ্যা এবং পাবদা মাছের ঝাল। বোনের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পাত পেড়ে সেই খাবার উপভোগ করেন শমীক। রাজনৈতিক ব্যস্ততার বাইরে উৎসবের দিনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েই দিনটি উদযাপন করেন তিনি।



পথশিশুদের নিয়ে গণভাইফোঁটা আয়োজিত মানিকতলা খালপাড়ে়। ছবি: অদিতি সাহা

বরানগরে আবাসনের ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলামাতা লেন সংলগ্ন লেকপল্লি এলাকার একটি তালাবন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার তরুণীর মৃতদেহ। মৃতার নাম অঞ্জলি সাউ (২৬)। তাঁর বাড়ি ডানলপে। পুলিশের অনুমান, শ্বাসরোধ করে ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই তরুণীর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। যদিও ঘটনার পর থেকে তরুণীর মোবাইল ফোন, টাকার ব্যাগ এবং গয়না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই আবাসন এবং আবাসন সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ তদন্ত করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যেই ফ্ল্যাট থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেটি মৃত তরুণীর দিদি ও জামাই বাবুর। ওই ফ্ল্যাটে তাঁরা চার বছর ধরে থাকতেন। ব্যবসায়িক সূত্রে তাঁরা এখন হুগলির শ্রীরামপুরে থাকেন। সোমবার রাতে মৃতার জামাইবাবু ফ্ল্যাটের চাবি পড়শি লতিকা মান্নার কাছে রেখে যান। মঙ্গলবার দুপুরে অঞ্জলি ওই পড়শির কাছ থেকে চাবি নিয়ে পাঁচতলার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেন। আবাসনের বাসিন্দা লতিকা মান্না জানান, মঙ্গলবার দুপুরে সোনির বোন ফ্ল্যাটের চাবিটা তাঁর কাছ থেকে নেয়। বিকেলের দিকে ওর দিদি সোনি ফোন করে বোনের খোঁজ নিতে বলেন। একাধিকবার দরজা ধাক্কা দেওয়ার পর কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। রাতে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে বিছানা থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতার পরিবারের দাবি, তরুণীর গলায় যেমন আঘাতের চিহ্ন ছিল, তেমনি শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। মৃতার নিখোঁজ মোবাইলের টাওয়ার লোকেট করার পাশাপাশি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক নিয়োগে আরও নজর দিক সরকার

দেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ বাড়ছে পড়ুয়াদের। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সুযোগ। বিশেষত গত এক দশকে মোদি জমানায় নতুন নতুন সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। বাড়ছে পড়ুয়াদের সংখ্যাও। কিন্তু গোটা ব্যবস্থায় একটা বড় সমস্যা থেকেই গিয়েছে। যার জন্য উচ্চ শিক্ষায় আশানুরূপ ফল আসছে না। সমস্যাটা হল, গত এক দশকে যেভাবে লাফিয়ে বেড়েছে পড়ুয়ার সংখ্যা, কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়ছে না শিক্ষক তথা অধ্যাপকের সংখ্যা। ফলে শিক্ষক-সঙ্কট কাটছে না। সম্প্রতি দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের এই ছবিটাই ধরা পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের এক সমীক্ষায়। সমীক্ষার তথ্য বলছে, ১৪-১৫ থেকে ২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে দেশে উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ার সংখ্যা ৩.৪২ কোটি থেকে বেড়ে ৪.৫ কোটি হয়েছে। অর্থাৎ, পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে ৩১.৫ শতাংশ। উল্টো দিকে, একই সময়ে শিক্ষকের সংখ্যা ১৪.৭৩ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৭.৩২ লক্ষ। বৃদ্ধির হার মাত্র ১৭.৬ শতাংশ। ফলে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতও বেড়েছে। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে প্রতি ২৩ জন পড়ুয়ার জন্য ১জন শিক্ষক ছিলেন, ২০২৩-২৪ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ জনে। সমীক্ষার পরামর্শ, দেশে উচ্চ শিক্ষার পরিকাঠামো বাড়ানো অবশ্যই প্রয়োজন। তবে শুধু নতুন ক্যাম্পাস তৈরিতে নজর দিলেই হবে না, শিক্ষার মানও উন্নত হবে না। তার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষণাগার সুযোগ, আধুনিক গবেষণাগার এবং শিক্ষণের উপযোগী পরিকাঠামো থাকাটাও খুব জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোর্স চালুর অনুমতি দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ও পরিকাঠামো রয়েছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে শুধু কেন্দ্র নয়, রাজ্য সরকারগুলিকেও শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরিতে নজর দিতে হবে। কেন্দ্রে এখন একটি স্থিতিশীল সরকার রয়েছে। তৈরি হয়েছে নয়া শিক্ষানীতি। এখন শিক্ষক নিয়োগে আর একটু গুরুত্ব আশা করাই যায়।

বিকশিত ভারত ২০৪৭ — প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন দিগন্তে ভারত

স্বাধীনতার শতবর্ষে উন্নত, আত্মনির্ভর, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐতিহাসিক উদ্যোগ

শ্যামল সাধু



ভারত আজ উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং আত্মনির্ভরতার এক নতুন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর স্বপ্ন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন, তা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের এক সুদূরপ্রসারী জাতীয় রূপরেখা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান', 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' এবং 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া'র মতো উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিকে নতুন দিশা দিয়েছে। দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে এই কর্মসূচিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উৎপাদনভিত্তিক প্রণোদনা বা ঞ্জব্জজ্জ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন বিকশিত ভারতের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে সড়ক, রেল, বিমানবন্দর, বন্দর এবং বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বিত যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় মহাসড়ক সম্প্রসারণ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রেলপথের বিদ্যুতায়ন, নতুন বিমানবন্দর এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ দেশের পরিবহণ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মূলধনী ব্যয়ের বরাদ্দ ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি সরকারের গুরুত্বকে তুলে ধরে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত ডিজিটাল পরিষেবা ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছে। ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন, আধারভিত্তিক পরিষেবা এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধার সরাসরি হস্তান্তর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করেছে। গ্রামীণ অঞ্চলেও ইন্টারনেট ও ডিজিটাল পরিষেবা সম্প্রসারণের ফলে সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা গ্রহণের নতুন সুযোগ পাচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নেও কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার মাধ্যমে ফসলের সুরক্ষা এবং কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষির আধুনিকীকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সেচ ব্যবস্থা এবং কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যুবশক্তির বিকাশকে কেন্দ্র করেও সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও দক্ষতাভিত্তিক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি যোজনা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে স্কিল ইন্ডিয়া, মুদ্রা যোজনা এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে যুবসমাজের দক্ষতা, উদ্যোগপতি হওয়ার সুযোগ ও স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, আবাসন, পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অংশ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা সম্প্রসারিত হয়েছে।

বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করছে ভারতের বিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। চন্দ্রযান-৩-এর ঐতিহাসিক সাফল্য, আদিত্য-জ্র১ অভিযান এবং গগনযান কর্মসূচির অগ্রগতি ভারতের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার পরিচয় বহন করে। পাশাপাশি সৌরশক্তি ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বহুমুখী উন্নয়ন উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত অর্থনীতি, আধুনিক পরিকাঠামো, শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং সমৃদ্ধ জনজীবনের অধিকারী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। স্বাধীনতার শতবর্ষে একটি আত্মনির্ভর, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার এই জাতীয় যাত্রায় বিকশিত ভারত ২০৪৭ হয়ে উঠেছে দেশের উন্নয়ন ভাবনার অন্যতম প্রধান দিশা।

কলকাতায় ২০০ ওয়ার্ড লক্ষ্য বিজেপির

জয়ের পথে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা প্রার্থী বাছাই

কণাদ দাশগুপ্ত



ক্ষমতার পালাবদলের ছয় মাসের মাথায় কলকাতা পুরসভার নির্বাচন বিজেপির কাছে নিছক আর একটি ভোট নয়, বরং রাজনৈতিক পরিবর্তনকে জনসমর্থনের স্থায়ী ভিত্তিতে পরিণত করার পরীক্ষা। ২০৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে অন্তত ২০০টিতে জয়ের লক্ষ্য তাই শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, দলের সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বের রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও অগ্নিপরীক্ষা।

কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচনকে নিছক ওয়ার্ড দখলের লড়াই হিসাবে দেখলে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পরে রাজধানী শহরের নির্বাচনে বিজেপির সামনে সুযোগ এসেছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণকে প্রতিষ্ঠা করার। তৃণমূলের দুই শিবির, সিপিএম এবং কংগ্রেস;কোনও দলই এই মুহূর্তে কলকাতার রাজনীতিতে এমন শক্তিশালী বিকল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয় না, যারা অনায়াসে বিজেপির অগ্রযাত্রা আটকে দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ২০৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে অন্তত ২০০টিতে জয়ের প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রত্যাশা আর নির্বাচনী ফলের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রার্থী, সুসংহত সংগঠন এবং নেতৃত্বের বিচক্ষণতা।

মাত্র ছয় মাস আগে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। নতুন সরকারের রাজনৈতিক উদ্যম, কর্মীদের প্রত্যাশা এবং দীর্ঘদিনের বিরোধী অবস্থান থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছনোর আত্মবিশ্বাস;সব মিলিয়ে দলের সামনে এখন অনুকূল মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি রয়েছে। এই উদ্যমকে কাজে লাগাতে পারলে পুরভোটে তার প্রতিফলন ঘটতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক হাওয়া নিজে থেকে ভোটে রূপান্তরিত হয় না। সেই হাওয়াকে বুথে বুথে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করাই নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা।

এখানেই প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কলকাতায় বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার বাড়ানোর প্রয়োজনে নতুন মুখকে দলে স্বাগত জানানো স্বাভাবিক। রাজনীতিতে যোগদানকারীদের অতীত পরিচয়ই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না; নতুন দলে এসে তাঁদের কাজ, জনসংযোগ এবং রাজনৈতিক আচরণও বিবেচ্য। কিন্তু নতুনদের অন্তর্ভুক্তি আর তাঁদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রার্থী করা এক বিষয় নয়। পুরভোটে এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে সাংগঠনিক বিস্তারই উল্টে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

মাত্র ছয় মাস আগে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। নতুন সরকারের রাজনৈতিক উদ্যম, কর্মীদের প্রত্যাশা এবং দীর্ঘদিনের বিরোধী অবস্থান থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছনোর আত্মবিশ্বাস;সব মিলিয়ে দলের সামনে এখন অনুকূল মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি রয়েছে। এই উদ্যমকে কাজে লাগাতে পারলে পুরভোটে তার প্রতিফলন ঘটতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক হাওয়া নিজে থেকে ভোটে রূপান্তরিত হয় না। সেই হাওয়াকে বুথে বুথে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করাই নেতৃত্বের প্রকৃত পরীক্ষা। এখানেই প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কলকাতায় বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তার বাড়ানোর প্রয়োজনে নতুন মুখকে দলে স্বাগত জানানো স্বাভাবিক। রাজনীতিতে যোগদানকারীদের অতীত পরিচয়ই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না; নতুন দলে এসে তাঁদের কাজ, জনসংযোগ এবং রাজনৈতিক আচরণও বিবেচ্য। কিন্তু নতুনদের অন্তর্ভুক্তি আর তাঁদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রার্থী করা এক বিষয় নয়। পুরভোটে এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে সাংগঠনিক বিস্তারই উল্টে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।

গত ৪ মে দুপুরের পরে যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের একাংশকে যদি দীর্ঘদিনের দলীয় কর্মীদের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা হলে আদি বিজেপিদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বছরের পর বছর বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়ে যাঁরা সংগঠন ধরে রেখেছেন, রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁরা দলের পাশে থেকেছেন, তাঁদের অবদানকে প্রার্থী নির্বাচনের সময় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। অন্যথায় কর্মীদের নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে পারে। নির্বাচনের আগে এই দূরত্ব মেটানো যত সহজ, ভোটের পরে তার রাজনৈতিক মূল্য চোকানো ততটাই কঠিন।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলের নীতি ও শৃঙ্খলা নিয়ে যে অবস্থানই নিন, শেষ পর্যন্ত তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটতে হবে প্রার্থী তালিকায়। শুধু আনুগত্যের দাবি জানিয়ে কর্মীদের অসন্তোষ দূর করা যাবে না; সিদ্ধান্তের মধ্যেও ন্যায্যতার প্রমাণ দিতে হবে। একই সঙ্গে, পুরনো কর্মী বলেই কাউকে প্রার্থী করার বাধ্যবাধকতা নেই। জয়ের সম্ভাবনা, এলাকার গ্রহণযোগ্যতা, সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনসেবার রেকর্ড;প্রার্থী নির্বাচনের মাপকাঠি হওয়া উচিত এগুলিই।

বিশেষত, অন্য দল থেকে আসা কোনও নেতার বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি বা অনৈতিক কাজের অভিযোগ থাকলে তা যাচাই না করে তাঁকে প্রার্থী করা রাজনৈতিক ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। অভিযোগ প্রমাণিত সত্য নয়; তাই ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক অপবাদকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি করা চলে না। কিন্তু জনমানসে কোনও সম্ভাব্য প্রার্থী সম্পর্কে গুরুতর নেতিবাচক ধারণা থাকলে তার কারণ খতিয়ে দেখা নেতৃত্বের দায়িত্ব। পুরসভা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান। পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক পরিষেবার প্রশ্নে প্রার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা দলীয় পরিচয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজেপির সামনে তাই চ্যালেঞ্জ বিরোধীদের দুর্বলতা নিয়ে আত্মতুষ্ট হওয়া নয়, বরং নিজেদের শক্তিকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো। কলকাতায় ২০০টি ওয়ার্ডে জয়ের লক্ষ্য পূরণ হলে তা হবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের গভীরতার একটি বড় প্রমাণ। আর প্রত্যাশিত ফল না এলে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে ওয়ার্ডভিত্তিক সংগঠন, প্রার্থী নির্বাচন, প্রচারের কার্যকারিতা এবং ভোটারদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। কোনও একক কারণকে দায়ী করে দায় এড়ানো যাবে না।

শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার ভোটে বিজেপির সাফল্য নির্ভর করবে একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের উপর;দল কি ক্ষমতার নতুন বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী ও কার্যকর সংগঠনের সমন্বয় ঘটাতে পারবে?

রাজনৈতিক সুযোগ এসেছে; তাকে নির্বাচনী সাফল্যে পরিণত করার দায়িত্ব নেতৃত্বের। ২০০টি ওয়ার্ডের লক্ষ্য তাই শুধু জয়ের অঙ্ক নয়, নেতৃত্বের দক্ষতা প্রমাণেরও মাপকাঠি।

শব্দছক ৩০৯

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ১. রাখাল ৫. অশ্বারোহী সৈন্যদল ৭. মনের সায় ৮. চরে বেড়ানো ৯. সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ১১. অত্যন্ত ১২. অন্ত নির্দেশ করে যা ১৩. হত্যা ১৪. গচ্ছিত ১৬. কেবল আরাম-ই কাম্য ১৮. আকাঙ্খা ১৯. শেষকৃত্য ২০. আধ্যাত্মিক পূজা-সঙ্গীত ২১. আংটি

ওপর-নিচ: ১. সত্ত্বা চেনানো ২. কামানের রসদ ৩. নুন ৪. নৃশংস হত্যা ৬. সমাপ্তকরণ ৭. সবচেয়ে দীর্ঘ আঙুল ৯. চলনের মাত্রা ১০. মায়ের ভগিনী ১১. নিকৃষ্ট ব্যক্তি ১৩. শূকর ১৪. জীত ১৫. লক্ষেশ ১৬. জোর করে কব্জা করা ১৭. শ্যামালতা ১৮. অদ্য ২০. শঙ্কা

সমাধান ৩০৮ — পাশাপাশি: ১. ননদ ৩. দায়ভার ৪. ফয়দা ৫. গিরগিটি ৭. ত্বরা ১০. শত ১২. অবরুদ্ধ ১৪. ঘটক ১৫. পরাশর ১৬. রোদন

ওপর-নিচ: ১. নতুনত্ব ২. দফন ২. দাদাগিরি ৬. গিরিশ ৮. রাঘব ৯. বদ্ধঘর ১১. তপোবন ১৩. টুকরো

আজকের দিন



- ১৯৩০ — লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৪৭ — মহাত্মা গান্ধী প্রথম ও শেষবারের মতো আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রে ভাষণ দেন।
- ১৯৯৬ — বাংলাদেশে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

জন্মদিন



আমজাদ খান

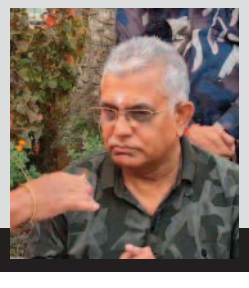
১৯২৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমজাদ খানের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতরূপা সান্যালের জন্মদিন।*

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যা নিজের হাতে নেই তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে নেই। তাতে আসল কাজেই সময় ফুরিয়ে যায়। যে পরের কথা ভেবে রাত জাগে, সে দিনের কাজে ঝিমিয়ে পড়ে।

কৌট-আলকৌট



আসলে সবাই পাওয়ার বা ক্ষমতার ফোঁটা নিতে যেত। আজ পাওয়ার নেই। তাই ফোঁটা নেই। অনেক ভাই ছিল। যারা নাকি ৩০-৪০ বছর ধরে ওনার ফোঁটা নিত। সেই ভাইয়েরা আজ ওখানে যায় কিনা দেখা যাক। যারা ওনার কাছে ফোঁটা নিতে আসত, তারা কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আসত না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসত। উনি এখন মুখ্যমন্ত্রী নেই। তাই ফোঁটা নেই।

দিলীপ ঘোষ, পঞ্চায়েতমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মানসিক বিভাগের রোগীদের সঙ্গে ভাইফোঁটায় সামিল বিধায়ক



নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পরিবারহীন মহিলাদের ইচ্ছেপূরণে বারাসাত মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে বিশেষ উদ্যোগ, ভাইফোঁটা নিলেন এমএসভিপি-সহ বিশিষ্টরা চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক বিভাগের চিকিৎসাধীন মহিলাদের মুখে হাসি ফোটাতে মানবিক উদ্যোগ নিল বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। বুধবার হাসপাতালের অ্যাকাডেমি বিল্ডিংয়ে আয়োজন করা হয় ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন বারাসাতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি এবং হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মানসিক বিভাগের অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন কয়েকজন মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই ভাইফোঁটা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তাঁদের অনেকেরই পাশে থাকার মতো পরিবারের কেউ নেই। রোগীদের সেই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বিভাগের প্রধান বিষয়টি এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহাকে জানান। এরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, প্রদীপের আলো এবং ধান-দূর্বার মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয় ভাইফোঁটা। চিকিৎসাধীন মহিলাদের কাছ থেকে ফোঁটা নেন উপস্থিত বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শুভঙ্কর সেন, অভিজিৎ বিশ্বাস, দীপ্ত লস্কর-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির পাশাপাশি রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর এমন উদ্যোগও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টাকা ধার দেওয়ায় অশান্তি, দাদার হাতে খুন হল ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: টাকা ধার দেওয়াকে কেন্দ্র করেই দুই ভাইয়ের গোলমালের জেরেই রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটলো বৈষ্ণবনগর থানার ভাঙ্গাটোলা এলাকায়। অভিযোগ এক হাজার টাকা না পেয়ে নিজের ভাইকেই লোহার রড দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে দাদা। এই ঘটনায় নিহতের পরিবার হামলাকারী উত্তম হালদার-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ময়নাতদন্তে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মাথায় লাঠি অথবা লোহার রড জাতীয় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতের নাম মনোজ হালদার (৩২)। এই ঘটনায় তাঁর দাদা উত্তম হালদার-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গত দু'দিন ধরেই দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি চলছিল। কালীপুজো উপলক্ষে উত্তম জুয়া খেলে হেরে গিয়েছিল। এরপর কিছু টাকা জুয়াখোরেরা উত্তমের কাছে পেত বলে অভিযোগ। সেই এক হাজার টাকা পরিশোদের জন্য নিজের ভাই মনোজের কাছে দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এই টাকা ধার দেওয়াকে নিয়েই গত সোমবার থেকেই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল। মঙ্গলবার রাতে জুয়ার টাকা শোধ করতে না পেরেই ভাইকে এসে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দেয় উত্তম। তখনই ওদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। এরপরই উত্তমকে সমর্থন জানিয়ে দুই আত্মীয় লাঠি ও লোহার রড নিয়ে মনোজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রমাগত মাথায় আঘাত করেই খুন করা হয় তাকে। পরিবারের সদস্যদের চিৎকার চেঁচামেচিতে অভিযুক্তেরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন সূত্র ধরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ভাইফোঁটার দিন গোরু খুঁটানো দিয়ে শেষ হল পুরুলিয়ার বাঁদনা পরব



নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কালীপুজোর দিন থেকে শুরু হওয়া বাঁদনা পরব বুধবার বিকেলে শেষ হলো গোরু খুঁটানোর মধ্য দিয়ে রাজ্যের ঝাড়খন্ড লাগোয়া সীমানা এলাকায় পুরুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায়। এদিন বাঁদনা পরবে মাতেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজনেরা। এইবারেও তার অন্যথা হয়নি। ভাইফোঁটার দিন অর্থাৎ বুধবার গোরু খুঁটানো দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিল পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে। বিশেষত মাহাতো, ভূমিজ, সাঁওতাল, কড়া-সহ বিভিন্ন তপসিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে মেতে ওঠেন। এই পরবের প্রথম দিন অর্থাৎ কালীপুজোর সন্ধ্যেতে পাঠ কাটিতে ছেঁড়া কাপড় বেঁধে কেরোসিন তেলে চুবিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ধো-মশাল বা ইঁবোল-পিজোলে মাতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা। তারপর গোরু ও মোষের শিংয়ে তেল মাখান বড়রা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালী মন্ডপ গুলোতে যখন শঙ্খের আওয়াজে মুখর, তখন আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামগুলি মুখরিত হয় 'অহিরা' গানে। ঢাক, ঢোল, ধামসা মাদল সহকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অহিরা গান গাওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলে 'গরুজাগা'। সারারাত ধরে গোরুজাগা অনুষ্ঠান চলার পর পরের দিন সকাল থেকে শুরু হয় 'লে হাগি'। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেরা সঙ সাজে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবকরা ঢাক, ঢোল ধামসা বাজিয়ে গ্রামের রাস্তায় নাচ-গান করেন। গ্রামের সবাই মেতে ওঠেন রং খেলায়। বাঁদনা পরবের শেষ দিন অর্থাৎ ভাতৃদ্বিতীয়াতে পালন করা হলো গোরু ও মহিষ (কাড়া) খুঁটানো অনুষ্ঠান। এদিন বিকেলে গোরু ও মহিষ (কাড়া) শক্ত খুঁটিতে বেঁধে চামড়ার ঢাল দিয়ে তাদের মাথায় ঠেকানো হয়। গোরু উত্তেজিত হয়ে উঠে সেই ঢালকে গুঁতিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে গ্রামে গ্রামে ভাইফোঁটার দিন গোরু খুঁটানো দিয়ে শেষ হলো পুরুলিয়ার বাঁদনা পরব।

দূষণ কমাতে বাবা ও মায়ের নামে বৃক্ষরোপণের বার্তা গাছমাস্টারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: উৎসবের মরসুমে গাছ লাগানোর বার্তা গাছ মাস্টারের। শব্দ দূষন থেকে শুরু করে পরিবেশ দূষনের মাত্রা বেড়েছে এই সময়ে। তাই আরামবাগের পরিবেশপ্রেমী তথা 'গাছ মাস্টার' ভবানী প্রসাদ দাসের আবেদন, এই উৎসবের সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের বাবা ও মায়ের নামে অন্তত দুটি করে গাছ লাগাক। শুধু গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়, সেই গাছকে নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে বড় করে তোলার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে। তাঁর মতে, স্কুল স্তর থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করা গেলে আগামী দিনে সবুজ ও দূষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা অনেকটাই সম্ভব হবে। বর্তমানে গোটা দেশজুড়েই পরিবেশ দূষণ এক গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে উৎসবের মরশুমে বায়ু দূষণের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। দীপাবলি ও কালীপুজোর সময় বাজি পোড়ানো, আতশবাজির ধোঁয়া এবং বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে দেশের একাধিক শহরে বায়ুর গুণমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, উৎসবের সময় দেশের বেশ কয়েকটি শহরে বায়ুর গুণমান সূচক অত্যন্ত খারাপ থেকে গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপরের বিরূপ প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শহরাঞ্চলে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা কমাতে ব্যবহার করা হচ্ছে মিস্ট



ক্যানন। বিশেষ করে উৎসব, মেলা এবং বিসর্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বাতাসে জলীয় কণা ছড়িয়ে ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগের উপর নির্ভর করে দূষণ মোকাবিলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরিবেশ রক্ষার প্রতি ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ। আর সেই জায়গা থেকেই পড়ুয়াদের সামনে নতুন চিন্তাভাবনা তুলে ধরছেন আরামবাগের 'গাছ মাস্টার' ভবানী প্রসাদ দাস। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু মুখে আওড়াই, 'গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান'। বাস্তবে কিন্তু আমরা তা করি না। আমরা সবাই যদি অন্তত একটি করে গাছ লাগাতাম, তাহলে আজ পরিবেশের এত খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হতো না। ব্যাপক বৃক্ষরোপণ এ যুগের সমস্ত পরিবেশগত সংকটের সবচেয়ে সস্তা অথচ কার্যকর সমাধান। তবুও দিন দিন বৃক্ষনিধনের দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি। কবে ফিরবে আমাদের চেতনা?' সবমিলিয়ে তাই শুধু বিশেষ কোনও দিবস বা কর্মসূচিতে গাছ লাগানোর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিটি আনন্দের মুহূর্তকে বৃক্ষরোপণের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছেন ভবানী প্রসাদ দাস। তাঁর এই বার্তায় স্পষ্ট, পরিবেশ বাঁচানোর দায়িত্ব অন্য কারও নয়, দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের।

পুকুর থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাড়ি থেকে নিখোঁজের পর পুকুরে মিলল শম্ভু হালদারের দেহ, অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে পুলিশ আট বছর আগে বোমা বিস্ফোরণে বাম হাত হারিয়েছিল মেয়ে পৌলমী। সেই ঘটনার ক্ষত এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে পরিবার। এবার বাড়ির পিছনের পুকুর থেকে উদ্ধার হল পৌলমীর বাবা শম্ভু হালদারের (৪৬) মৃতদেহ। বুধবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার গোপালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হালদারপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শম্ভু। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর রাতে হাড়োয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন পরিবারের সদস্যরা। বুধবার সকালে বাড়ির পিছনের পুকুরে এক ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এসে শম্ভুকে শনাক্ত করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল সকালে বাড়ির পাশে ফুল তুলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছিল তৎকালীন আট বছরের শিশু পৌলমী। বিস্ফোরণে তার বাম হাত উড়ে যায়। বর্তমানে তার বয়স ১৬ বছর। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে কোনও আর্থিক বা প্রয়োজনীয় সহায়তা মেলেনি।

ফ্ল্যাটে চুরি, বীরভূম থেকে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বামুনাড়ায় ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনার তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। কয়েক মাস আগে ওই এলাকার একটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটে। ফ্ল্যাট থেকে একাধিক সামগ্রী চুরি যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানোর পর অবশেষে এই চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের সূত্র ধরে অভিযুক্তের সন্ধান পান তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপর মঙ্গলবার রাতে কাঁকসার মলানদিঘী ফাঁড়ির পুলিশ বীরভূমের দুবরাজপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিয়ন সেনগুপ্ত নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বামুনাড়ার ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনায় তাঁর যোগ রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। বুধবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। চুরির ঘটনার সঙ্গে তাঁর কীভাবে যোগ রয়েছে এবং এই ঘটনার পিছনে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ধৃতকে জেরা করে চুরির ঘটনা সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১), কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১২ তলা, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ব্রাঞ্চের ই-মেইল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : সুভদ্রা বড়ুয়া, ই-মেইল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৭৪১০৬৮৯৮৯

পরিশিষ্ট - IV-A

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)-এর শর্তাবলী দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : তারিখ : ০২.১২.২০২৬
সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ৫ মিনিটের সীমাহীন মেয়াদ বৃদ্ধি সহ

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পদ, যার **প্রতীকী দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ০৪.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৩৯,৫১,০০০ (উনচল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার টাকা)** এর সাথে উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী অর্পিতা বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)**, স্বামী শ্রী অতনু সেন এবং **শ্রী অতনু সেন (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা শ্রী আশুতোষ সেন, উভয়ের ঠিকানা গ্রাম চালকি, থানা গোপালনগর, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২, এছাড়া দুকিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, থানা বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৬২-এর থেকে সিকিউরড পাওনাদার আদায়ের জন্য ০২.১২.২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

জ্ঞাত দায়ভার সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি)
সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতী অর্পিতা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী অতনু সেন এবং শ্রী অতনু সেন, পিতা শ্রী আশুতোষ সেন টাইটেল ডিড নং I-150913254/2021 জমা দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা, থানা গোপালনগর, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নতুন খতিয়ান নং ২৫৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪১২, এল.আর. দাগ নং ১৪৬৬, আর.এস. দাগ নং ১০৯৮, জে.এল. নং ১০৩, মৌজা চাকিতে ৩.৩০ ডেসিম্যাল বা কমবেশি ০২ কাঠা পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি এবং দোতলা আবাসিক ভবন (গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭২০ বর্গফুট এবং ১ম ফ্লোর ৭২০ বর্গফুট। মোট ভবন ১৪৪০ বর্গফুট)-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পিন ৭৪৩২৬২। এ.ডি.এস.আর.ও বনগাঁ, ২০২১ সালের জন্য বুক নং I, ভলিউম নং ১৫০৯-২০২১, পৃষ্ঠা ২৭৯৮৩৪ থেকে ২৭৯৮৫৬, ডিড নং ১৫০৯১৩২৫৪ অনুযায়ী। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ (ডিড নং I-150913254/2021 অনুযায়ী)** উত্তরে : বিপুল সরকারের সম্পত্তি; দক্ষিণে : দুলাল সরকারের সম্পত্তি; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা; পশ্চিমে : অরূপ সেনের সম্পত্তি। **বাস্তবিক দখল নেওয়া হয়েছে।**	৩৮.৬৩ লক্ষ টাকা	৩,৮৬,৩০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি : ৯৭৪১০৬৮৯৮৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬
	পরিদর্শনের তারিখ : ২৩.১১.২০২৬	
	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ : ২৫,০০০.০০/- টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্ক এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https//BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে রক্ষিত তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের বেশ আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর করা উচিত। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ : ১২.১১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি-II, কলকাতা

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং: ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১, ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল : cs@burnpurcement.com, ওয়েবসাইট : www.burnpurcement.com, CIN: L27104WB1986PLC040831

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	০.১৮	০.০০	০.০০	০.১৮	০.০০	০.০০
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-২,২৩১.৪২	-২,১৫৬.৬১	-১,৯৪০.১১	-৪,৩৮৮.০৩	-৩,৮৩৬.৩৭	-৭,৯২৩.৮৬
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-২,২৩১.৪২	-২,১৫৬.৬১	-১,৯৪০.১১	-৪,৩৮৮.০৩	-৩,৮৩৬.৩৭	-৭,৯২৩.৮৬
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-২,২৩১.৪২	-২,১৫৬.৬১	-১,৯৩৯.৮৮	-৪,৩৮৮.০৩	-৩,৮৩৫.৯২	-৭,৯২২.৯৮
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	-২,২৩১.৪২	-২,১৫৬.৬১	-১,৯৩৯.৮৮	-৪,৩৮৮.০৩	-৩,৮৩৫.৯২	-৭,৯২১.৬২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা মূল্যের)	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)			-	-৬৩,৯৩৫.১৫	-৫৫,৪৬১.৪৩	-৫৯,৫৪৭.১২
শেয়ার প্রতি আয় (আইএনআর ১০/- প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) (টাকায়)						
মৌলিক :	-১২.৯৫	-১২.৫২	-১১.২৬	-২৫.৪৭	-২২.২৭	-৪৫.৯৯
মিশ্রিত :	-১২.৯৫	-১২.৫২	-১১.২৬	-২৫.৪৭	-২২.২৭	-৪৫.৯৯

দ্রষ্টব্য:

১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের ১১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবন পারিখ
হোলটাইম ডিরেক্টর ও সিএফও
DIN: 07125401

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ নভেম্বর, ২০২৬

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER, 2026

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Six Months Ended		Year Ended
	30.09.26 Unaudited	30.09.25 Unaudited	30.09.26 Unaudited	30.09.25 Unaudited	31.03.26 Audited
Total income	3296	73	6153	768	8751
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	264	(248)	499	(12)	478
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^	357	(248)	633	300	1089
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	194	(63)	470	300	982
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}]	194	(63)	470	300	983
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	0.59	(0.19)	1.42	0.91	2.98
Diluted:	0.59	(0.19)	1.42	0.91	2.98

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results: (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Six Months Ended		Year Ended
	30.09.26 Unaudited	30.09.25 Unaudited	30.09.26 Unaudited	30.09.25 Unaudited	31.03.26 Audited
Income from operations (Turnover)	3273	-	6112	205	8088
Profit before tax	357	(63)	633	300	1089
Profit after tax	194	(63)	470	300	982

Note:

1) The above results for the quarter and half year ended September 30, 2026 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on November 11, 2026 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.

2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
Shrikant Bhat
DIN: 00650380
(Chief Financial Officer)

Place: Mumbai
Date: 11.11.2026

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১০

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
CIN : L27320WB1997PLC084819, টেলি: (০৩৩) ৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০১

আজ বাঁদনা পরবে যোগ দিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

চলছে ঘিয়ে ভাজা পিঠা খাওয়ানোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ায় আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাঁকুড়ার রাইপুরে বিরসা মুণ্ডা মেমোরিয়াল কলেজ মাঠে আয়োজিত বাঁদনা পরবে যোগ দেবেন তিনি। ওইদিনই তিনি যোগ দিতে পারেন বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়ার মাঠে আয়োজিত খাদ্য মেলার অনুষ্ঠানে এবং দেখা করতে পারেন উত্তরাখন্ডে গিয়ে তুষারধসে নিহত চার ও এখনও নিখোঁজ থাকা যুবকের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর গত ৬ মাসে শুভেন্দু অধিকারী ৩ বার বাঁকুড়া জেলা সফরে এসেছেন। এবার চতুর্থ বারের জন্য ১২ নভেম্বর বাঁকুড়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওইদিন রাইপুরের বিরসা মুণ্ডা মেমোরিয়াল কলেজের মাঠে আয়োজিত বাঁদনা পরবে যোগ দেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠানকে



ঘিরে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

বাঁধনা পরবে 'কুটুম্ব' মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিয়ে ভাজা পিঠা খাওয়ানোর জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে জঙ্গলমহলের কুড়মি, সাঁওতাল, মুণ্ডারি-সহ বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার আয়োজনও করা হয়েছে। এতে জঙ্গলমহল জুড়ে সার্বিক উৎসবের আবহাওয়া। রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের কুটুম্ব। তাই তাঁর সফরকে ঘিরে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। বাঁকুড়া শহরের মালপাড়া ফুটবল মাঠে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। মঙ্গলবার সেই এলাকা পরিদর্শন করেন বাঁকুড়া জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত ও পুলিশ সুপার ভি.জি সতীশ পাণ্ডমার্থী। পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা মুখ্যমন্ত্রী সফর ঘিরে নিরাপত্তার সব দিক খতিয়ে দেখেন। মঙ্গলবারই শালবনী ও কেশরা গ্রামে গিয়ে মৃত ৪ ও নিখোঁজ ১ যুবকের শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জেলা শাসক অনীশ দাশগুপ্ত ও পুলিশ সুপার ভি.জি পাণ্ডমার্থী। মনে করা হচ্ছে, বাঁকুড়ার এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রতিটি পরিবারের থেকে দু'জন করে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

বাঁকুড়ায় মিষ্টি ও খাবার দোকানে হানা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাইফোঁটার ঠিক আগের দিন মঙ্গলবার বাঁকুড়া শহরের মিষ্টি ও খাবারের দোকানে হানা দেয় বাঁকুড়া জেলাপুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ফুড সেফটি শাখার আধিকারিকেরা। স্থায়ী মিষ্টি ও খাবারের দোকানের পাশাপাশি বাঁকুড়া শহরে যে খাদ্য মেলা চলছে সেখানেও অভিযান চালানো হয়। তৈরি খাদ্য ও উৎপাদন সামগ্রীর গুণমান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৈরি, সংরক্ষণ ও পরিবেশন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। বহু অস্বাস্থ্য খাবার নষ্ট করে দেওয়া হয়। বাঁকুড়া থানার আধিকারিক ও ডেপুটি সিএমওএইচ-২ এর যৌথ উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে এই অভিযান করা হয়। নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার মান বজায় রাখতে না পারায় কয়েকজন দোকান মালিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও নোটিশ দেওয়া হয় এবং কিছু অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করে ফেলা হয়। রবি ও সোমবার কালী পূজা, মঙ্গলবার জামাইফোঁটা ও বুধবার ভাইফোঁটা থাকায় বাঁকুড়া শহরের মিষ্টির দোকানগুলি হরেক রকম খাদ্যসামগ্রী ও ক্রেতায় পরিপূর্ন। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের এই কড়া ভূমিকায় তারা খুশি। এই যৌথ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও এ ধরনের নজরদারি ও পরিদর্শন অভিযান অব্যাহত থাকবে।



ঘাটালের বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন দুর্বার পল্লীতে পৌঁছে মহিলাদের হাত থেকে ফোঁটা নিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক অনন্য জানা, ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট এবং ঘাটাল থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক তিমির লেট।

ভাইফোঁটা আজও বন্ধ রয়েছে বাঁকুড়ার গ্রামে

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: ভয় কাটিয়ে বোনেদের চাপে ক্রমেই ভাইফোঁটার দিকে ঝুঁকছেন গ্রামবাসীর। 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।' ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে বোনের এই প্রার্থনা বুধবার অনেক বাড়িতেই শুনতে পাওয়া গেছে। সেই পুরানো জনশ্রুতির ভয় কাটতে চলেছে। বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন বদড়া গ্রামের জনশ্রুতির ভয় ক্রমেই পিছু হাঁটছে বাসিন্দারা। বিশেষ করে ভাইবোনের চাপের কাছে।

এই গ্রামের রায়পাড়ায় আজও অনেক পরিবারে পালিত হয় না ভাইফোঁটা। যদিও প্রতিবছর দু-একটা করে পরিবার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা রীতি কাটিয়ে চালু করছেন ভাইফোঁটা।

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দাদের কথায়, প্রায় ৩০০ বছর আগে বদড়া গ্রাম এবং তার সংলগ্ন এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সে সময় ভাইফোঁটার দিন রায়পাড়ার এক ব্যক্তি জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে তার আর ভাইফোঁটা নেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের ধারনা জঙ্গলের মধ্যে বাঘ বা বন্যজন্তুর আক্রমণে সে প্রাণ হারিয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকেই অশুভ আশঙ্কায় রায়পাড়ায় বন্ধ হয়ে যায় ভাইফোঁটা রীতি পালন। সেই থেকে আজও পাড়ার ৬৪-৬৫টি পরিবারের অধিকাংশেই পালিত হয় না ভাইফোঁটা। তবে বদড়া গ্রামের অন্যান্য পাড়ায় ঘটা করে পালিত হয় ভাইফোঁটা। এখানেই দুঃখ ছিল রায়পাড়ার ভাইবোনদের। তারা ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন বাড়ির প্রবীণদের।

কিন্তু প্রচলিত রয়েছে আরও এক লোকবিশ্বাস। বাসিন্দাদের বিশ্বাস, পরবর্তীকালে রায়পাড়ায় আবার ভাইফোঁটা চালু করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যারা এই চেষ্টা



করেছিলেন তারা জমি সংক্রান্ত বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা-সহ নানা সমস্যায় পড়েন। তাই ফের বন্ধ হয়ে যায় ভাইফোঁটা পরব। মালতি, অঞ্জনা, সুতপা ও মন্দাক্রান্তাদের মতে, মন চাওয়া সত্বেও নিজের ভাইকে ফোঁটা দিতে না পেরে হতাশ থাকত। দিনটিতে মামা বা পিসির বাড়ি চলে গিয়ে সেখানে ভাইদের ফোঁটা দিতেন। কিন্তু নিজের ভাইকে তো আর ফোঁটা দিতে পারতেন না। এতে মনভারাক্রান্ত থাকত। গত বছর থেকে তাদের বাড়িতে চালু হয়েছে ভাইফোঁটা। এতে খুশি তাঁরা। তাদের একজন বলে এবছর তাদের বাড়িতে শুরু হয়েছে ভাইফোঁটা। এভাবে এদিন সব বাড়িতেই ভাইফোঁটা হবে। বদড়া গ্রামকে ঘিরে রয়েছে আরও নানা লোকবিশ্বাস। গ্রামে নেই মূর্তি পুজোর রীতি। গ্রামে রয়েছে মা মহামায়ার থান। গ্রামবাসীদের কাছে দেবী মহামায়ার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর।

উপকূলীয় প্রতিরক্ষা মহড়া 'অনুশীলন সি ভিজিল-২৬' শুরু

সোমা মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় নৌবাহিনী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে ১১ থেকে ১৯ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত দেশব্যাপী উপকূলীয় প্রতিরক্ষা মহড়া 'অনুশীলন সি ভিজিল ২০২৬' পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা-ভিত্তিক আইএনএস নেতাজি সুভাষ-এর তত্ত্বাবধানে রাজ্যের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা মূল্যায়ণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এটি 'সি ভিজিল' মহড়ার পঞ্চম সংস্করণ। ৯ দিনব্যাপী এই মহড়াটি দুটি প্রধান পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম পর্যায় হবে ১১, ১৭ নভেম্বর। এই ধাপে 'কোস্টাল ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি রেডিনেস ইভালুয়েশন' পরিচালনা করা হচ্ছে। এর আওতায় উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় হবে ১৮, ১৯ নভেম্বর। এই দুই দিন মূল 'সি ফেজ' বা সমুদ্রে সরাসরি মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে নৌবাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী উপকূলীয় পুলিশ শুল্ক দপ্তর এবং রাজ্য মৎস্য দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে গঠিত যৌথ দলগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও নিরাপত্তা যাচাই করা যৌথ দলগুলো উপকূলবর্তী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নৌযান নিবন্ধন এবং মৎস্যজীবীদের পরিচয়পত্র যাচাই প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা, মহড়ার প্রস্তুতির





অংশ হিসেবে আইএনএস নেতাজি সুভাষ এবং পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি-সহ বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষ সচেতনতামূলক সভা করেছে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমুদ্রে যে কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করলে দ্রুত নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে জানানোর জন্য মৎস্যজীবীদের 'জাতির চোখ ও কান' হিসেবে কাজ করার বিষয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মহড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো সমন্বয় বৃদ্ধি, ২৬/১১ মুম্বাই হামলার পর গৃহীত উপকূলীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলোর কার্যকারিতা যাচাই করা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করা। টহলদারি ও উদ্ধার অভিযানে সমুদ্রে জরুরি উদ্ধার অভিযান এবং উপকূলীয় নজরদারি ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করা।

দামোদরে তলিয়ে নিখোঁজ কিশোরের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: কালীপুজো উপলক্ষে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হলো বিষাদে। রনডিহা ড্যাম সংলগ্ন এলাকায় দামোদর নদে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল ষোলো বছর বয়সি এক কিশোরের। বুধবার ময়নাতদন্তের পর মৃত কিশোরের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। এই মর্মান্তিক ঘটনায় বর্ধমানের পালিতপুর ও চাকতেঁতুল গ্রামজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই কিশোরের নাম অজয় রুইদাস (১৬)। তার বাড়ি বর্ধমানের পালিতপুর এলাকায়। কালীপুজো উপলক্ষেই সে বুদবুদ অঞ্চলের চাকতেঁতুল এলাকায় তার মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

মঙ্গলবার দুপুরে অজয় সহ চারজন মিলে রনডিহা ড্যাম সংলগ্ন দামোদর নদে স্নান করতে নামে। সেই সময় হঠাৎই তাদের মধ্যে দু'জন জলের স্রোতে তলিয়ে যেতে শুরু করে। সঙ্গে থাকা অন্য এক যুবক সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তাদের একজনকে কোনোমতে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও, অজয় রুইদাসকে বাঁচাতে পারেননি। চোখের নিমেষে তীব্র স্রোতের টানে জলের গভীরে তলিয়ে যায় ওই কিশোর। ঘটনাটি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারের চেষ্টা চালান, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে দ্রুত খবর দেন বুদবুদ থানায়। খবর পাওয়া মাত্রই বুদবুদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় জেলেদের সহায়তায় তল্লাশি চালিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর ঘটনাস্থলের কিছুটা দূর থেকেই অজয়ের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর পুলিশ পরিবারের লোকজনের হাতে অজয়ের দেহ তুলে দেয়। আদরের ভাগ্নের এমন আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তার পরিবার।

দুর্বার পল্লিতে আবেগঘন ভাইফোঁটা

স্মৃতি ফিরে পেয়ে চোখে জল মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ঘাটালের বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন দুর্বার পল্লীতে পৌঁছে মহিলাদের হাত থেকে ফোঁটা নিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক-সহ ঘাটালের বিধায়ক ও ঘাটাল থানার ওসি। সকলেই বলছেন, ছোটবেলাতে তাঁরা হারিয়েছে পরিবার, তাই ভুলতে বসেছিল ভাইফোঁটা, আর সেই পুরনো স্মৃতি আবার ফিরে পেয়ে চোখের কোনে ওদের জল। বুধবার সকাল থেকে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ নিয়ে মিষ্টির থালা সাজিয়ে ভাইদের অপেক্ষায় বসেছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালের বিবেকানন্দ মোড়ের দুর্বার পল্লীর মহিলারা। ফোঁটা নিতে আসেন ঘাটালের মহকুমা শাসক অনন্য জানা, ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট ও ঘাটাল থানার ওসি তিমির লেট থেকে শুরু করে এলাকার বহু গুণীজনেরা। আসার পরে বেশ কিছুক্ষণ কথা বার্তা হয় ভাই বোনেদের সঙ্গে। তারপরে সমস্ত রীতিনীতি মেনে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেন দুর্বার মহিলারা। তারপর ধান দূর্বা মাথায় ছিটিয়ে ভাইয়েদের দীর্ঘ আয়ু কামনা করেন। ভাইরাও ফোঁটা নিয়ে দিদিদের আশীর্বাদ করেন। ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন ও রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে এই আয়োজন। ভাইয়েরাও দিদিদের হাতে তুলে দিলেন উপহার। কিন্তু দিদিরা জানালেন, 'না-পাওয়ার প্রচুর যন্ত্রণা আছে, প্রতিনিয়ত কষ্টে দিন কাটে, কিন্তু শত কষ্টকে চাপা রেখে আজ আনন্দ পেলাম। এ আনন্দ ভোলবার নয়, আমরা চাই প্রতি বছর আসুক এই দিনটি।'

ছটপুজো উপলক্ষে মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান সিটি এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে বর্ধমান রেল স্টেশন চত্বরে ৩০০ জন মহিলাকে ছট পুজো উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ করা হয়। বর্ধমান সিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পবন চৌধুরী, বর্ধমান সিটি এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ পাল, সাধারণ সম্পাদক অমিত সাউ, সোমনাথ ভট্টাচার্য, বিনোদ সাউ এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আরএসএস-এর বর্ধমান জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত চন্দন সাহা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নগরের দায়িত্ব প্রাপ্ত দিগ্বিজয় বিশ্বাস, বর্ধমান জেলার গীতা প্রচারক বিপ্লব দাস, দুর্গা বাহিনী নগরের দায়িত্ব প্রাপ্ত অঞ্জনা হালদার, বিজেপি প্রাক্তন জেলা সভাপতি অর্ধেন্দু বিশ্বাস, বিশিষ্ট আইনজীবী দ্বীপায়ন দাস, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি পার্থ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী এবং অন্যান্য গন্যমান্য এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তিগণ এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে জানান, এই ধরনের উদ্যোগ নিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষটা এগিয়ে আসলে অনেকের মুখে হাসি ফোটানো যাবে।

জাঁকজমকহীনভাবে ভাইফোঁটা নিলেন বিধায়ক সুকান্ত দোলুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখলেও বদলায়নি মাটির টান! কোনও জাঁকজমক বা আড়ম্বর নয়, ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বসেই বোনের হাত থেকে ভাইফোঁটা নিলেন চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই।

সাধারণ পোশাকে, একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে ধান-দূর্বা, চন্দন ও চন্দনের ফোঁটায় ঈশ্বরের কাছে ভাইয়ের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা



বোনের। এরপর বোনের হাতে তৈরি মিষ্টি খেয়ে মিষ্টিমুখ বিধায়কের। বিধায়ক হয়েও তাঁর এই সাদামাটা জীবনযাপন এবং আড়ম্বরহীন ভাইফোঁটার মুহূর্ত মন জয় করেছে এলাকার মানুষের।

৩০০ বছরের ঐতিহ্য

বুদবুদের কোটা গ্রামে অনন্য ভেলাভাসা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় ৩০০ বছর ধরে পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদের কোটা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ভেলাভাসা অনুষ্ঠান। প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিনেই বিকালে এই ভেলাভাসা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের বাসিন্দা বাপ্পা আঁকুরে জানিয়েছেন, তারা ছোট থেকে এই অনুষ্ঠানের কথা শুনে এসেছেন। প্রায় ৩০০ বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে এখানে। তিনি জানিয়েছেন, গ্রামে কালী পুজো, হরগৌরী ও শিবের পুজো হয়। গ্রামের সমস্ত দেব দেবীকে ভাইফোঁটার দিনে এক সাথে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই জন্য সমস্ত দেব দেবীকে গ্রামের প্রাচীন পুকুরের পাড়ে আনা হয় দুপুরের পর। ১২০টা কলসি দিয়ে ভেলা বানিয়ে তার উপর দেব দেবীর মূর্তি বসিয়ে গোটা পুকুরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করানো হয়। আর গোটা পুকুরের চারপাশে মানুষ দাঁড়িয়ে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। শেষে সন্ধ্যা হয়ে গেলে এক এক করে শুরু হয় বিসর্জনের পর্ব।

ভেলাভাসা উপলক্ষ্যে পুকুরের চারপাশে বসে মেলা। যা চলে প্রায়



৫দিন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠান মঞ্চে। আউশগ্রামের সর এলাকার বাসিন্দা তাপসী প্রামাণিক জানিয়েছেন, অনেকবার শুনেছিলেন এই অনুষ্ঠানের কথা। এবার প্রথমবার তিনি পরিবারের সাথে এসে ভেলাভাসা অনুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। কোনও দিন এমন এক অনুষ্ঠান যে হয় তা কখনও ভাবেন নি। অনুষ্ঠানের সূচনায় এসে ভেলাভাসা অনুষ্ঠান দেখে আপ্লুত দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লদণ চন্দ্র ঘোড়ুই। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে এমন একটি যে ঐতিহ্য আছে তা তিনি কোনও দিন জানতেই পারতেন না, যদি না আসতেন। রাজ্যে ভয় আউট, ভরসা ইন। তাই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন।

এদিন অনুষ্ঠানের সূচনায় যোগ দেন, আউশগ্রামের বিধায়িকা কলিতা মাজি, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লদণ ঘোড়ুই, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোনার, বিজেপির জেলা স্তরের নেতৃত্ব ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ও ভেলাভাসা কমিটির সদস্যরা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ভাইফোঁটা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মন্ত্রীর পাশাপাশি বিএসএফের অচেনা ভাইদের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করলেন সীমান্তবর্তী গ্রামের বোনেরা। শুধু তাই নয়, এদিনের ভাইফোঁটা উৎসবে মহিলা বিএসএফ কর্মীরাও তাদের ব্যাটেলিয়ানের পুরুষ বিএসএফ জাওয়ানদের ভাইফোঁটা দিলেন। পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মুকেও ভাইফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করলেন একদল গ্রামের মহিলা থেকে বিএসএফের মহিলা কর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে মালদার হাবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সোনঘাট এলাকায় এই ভাইফোঁটা উৎসব পালিত হয়। যেখানে বিএসএফের ৮৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা অংশ নিয়েছিলেন। আর এই ভাইফোঁটা উৎসবের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএসএফের ওই ক্যাম্পেই প্রথমেই মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান বিএসএফের মহিলা কর্মীরা। এরপর মন্ত্রীকে ভাইফোঁটা দেন সেই মহিলা জাওয়ানেরা। পালটা মন্ত্রী অচেনা বোনেদের আশীর্বাদ করে বেশ কিছু উপহার তুলে দেন। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন গ্রামের কয়েকজন মহিলা। যারা একইভাবে এই ভাইফোঁটা উৎসবে সামিল হন।

মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, 'বিএসএফ এখানে যারা কর্মরত তাদের কারওর বাড়ি মধ্যপ্রদেশ আবার কেউ থাকেন ত্রিপুরা, মনিপুর, অসম, উত্তরপ্রদেশে। এই বিএসএফ জওয়ানেরা দেশের রক্ষায় যারা রাত দিন এক করে দিচ্ছেন, তাদেরও সংসার আছে, আত্মীয়



পরিজন রয়েছে। আমরা যেখানে কালী পুজোয় আনন্দে মেতে উঠেছি। সেখানে বিএসএফ দেশের সুরক্ষায় পাহারা দিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গেই এদিন ভাইফোঁটার উৎসবটা ভাগ করে নিয়েছি। এদিন ওই ব্যাটেলিয়ানের বেশ কিছু মহিলা জওয়ান আমাকে ফোঁটা দিয়েছেন। এছাড়াও এই সীমান্তের কিছু মহিলারাও এই উৎসবের সামিল হয়ে ভাইফোঁটা দিয়েছেন। সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করেই তাদের সামান্য কিছু উপহার দিয়েছি। পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত একটি সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই এই দিনটা ভাইফোঁটার আনন্দ পালন করেছি। তাতে করে সকলের মন ভালো থাকবে।'

এদিনের ভাইফোঁটা উৎসবে সামিল বিএসএফের ৮৮ ব্যাটেলিয়নের মহিলা বিএসএফ কর্মী নিশা মিত্র, নীতম থাপা বলেন, 'আমাদের ভিন রাজ্যে বাড়ি। পুজো হোক বা যে কোনো উৎসব, আগে দেশ রক্ষা তারপরে কোনও কিছু। বাড়িতে ভাই আছে। আর এইদিনই ভাইফোঁটার জন্য মনটা খারাপ হয়ে ওঠে। সীমান্তে নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে মোবাইলে লাইভ ভিডিও করে সরাসরি ভাইফোঁটা দিতেও সমস্যা হয়। যা নিয়ে প্রতিবছরই মনটা উদাস হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই দুঃখের সময়টা এদিন আনন্দের মতোন করে কেটেছে। এই ব্যাটেলিয়ানের অচেনা বিএসএফ ভাইদের ফোঁটা দিয়েছি এবং মন্ত্রীকেও ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। আমরা চাই এভাবেই সকলে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের দৃঢ়তা বাড়িয়ে তুলুক।' সীমান্তবর্তী সোনঘাট এলাকার গৃহবধূ প্রিয়াংকা সরকার, দিপালী মণ্ডল বলেন, 'আমরা শুধু নিজেরাই বাড়িতে ভাইফোঁটার পালন করে থেমে থাকি না। আমাদের যারা সুরক্ষা দিচ্ছেন সেইসব বিএসএফ ভাইদের কথাও ভাবতে হবে। তাই এদিন মন্ত্রীর পাশাপাশি বিএসএফ কর্মীদেরও ফোটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেছি।' সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, 'বাংলাদেশ নতুন করে পোশাক কর্মচারীদের আন্দোলনে ওই দেশে গোলমাল ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে কড়া পাহারা দেওয়াটাই আমাদের মূল কর্তব্য। তবে এই কর্তব্যের মধ্যেই এদিন ঘটা করে ভাইফোঁটা উৎসব আমরা ক্যাম্পের মধ্যেই পালন করেছি। অচেনা বোনেরা এদিন ভাইফোঁটা দাওয়াই তাদের সুস্থতা কামনা করে আশীর্বাদ করেছি।'

নর্থ ও সাউথ ব্লকে ‘মিউজিয়াম অফ দ্য এজেস অফ ইন্ডিয়া’ নির্মাণে মন্ত্রিসভার অনুমোদন



নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: বুধবার কেন্দ্রীয় সরকার নয়াদিল্লির নর্থ ও সাউথ ব্লক কমপ্লেক্সে ‘মিউজিয়াম অফ দ্য এজেস অফ ইন্ডিয়া’ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। এই জাদুঘরটি ভারতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সমন্বিত বর্ণনার মাধ্যমে দেশটির সভ্যতার ধারাবাহিকতা ও বৈচিত্র্য তুলে ধরবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,২৩০ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ এই প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে। ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সভ্যতা জাদুঘর হবে। এটি ভারতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক সমন্বিত বর্ণনার মাধ্যমে দেশটির সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সভ্যতার ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এই জাদুঘরটি গড়ে তোলা হবে। একসময় ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল, ঐতিহাসিক নর্থ ও সাউথ ব্লক ভবনগুলোর স্থাপত্যশৈলী এবং ঐতিহ্যগত তাৎপর্য অক্ষুণ্ণ রেখে সেগুলোকে অভিযোজিত ভাবে পুনঃব্যবহার করা হবে। মন্ত্রীর মতে, ভারতের সভ্যতার যাত্রা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জ্ঞান ব্যবস্থা, শৈল্পিক চর্চা এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে বিষয়ভিত্তিক গ্যালারি ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের ১৮ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘মিউজিয়াম অফ দ্য এজেস অফ ইন্ডিয়া’ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সেখানে অবস্থিত সরকারি দপ্তরগুলো স্থানান্তর করা হয়েছে। ২০২৬ সালের ২৭ জুলাই পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড (পিআইবি) এই প্রস্তাবটি মূল্যায়ন করে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এর সুপারিশগুলোতে সম্মত হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা মৎস্যজীবীদের ফেরার নির্দেশ

চেন্নাই, ১১ নভেম্বর: দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আগামী ১৩ নভেম্বর একটি নিম্নচাপ বলয় তৈরির প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত ও শক্তি সঞ্চয় করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। পরবর্তীতে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং মৎস্যজীবীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তামিলনাড়ু মৎস্য দপ্তর ও মৎস্যজীবী কল্যাণ বিভাগ ১২ নভেম্বর রাতের মধ্যে সমুদ্রে থাকা সমস্ত মৎস্যজীবীদের নিরাপদে উপকূলে ফিরে আসার কড়া নির্দেশ জারি করেছে।

চেন্নাই আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করে বিভাগটি মৎস্যজীবীদের জন্য এই বিশেষ সতর্কাবার্তা জারি করেছে। এতে গভীর সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং যারা ইতিমধ্যেই গভীর সমুদ্রে অবস্থান করছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিকটবর্তী উপকূলে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাগুলিকে নিজ নিজ মৎস্য বন্দরে নিরাপদে নোঙর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৎস্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার জন্য কোনও অনুমতি টোকেন দেওয়া হবে না। গভীর সমুদ্রে যাওয়া ট্রলারগুলির পাশাপাশি প্রতিদিন মাছ ধরতে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী ছোট নৌকাগুলির ক্ষেত্রেও এই নির্দেশিকা সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

১২ নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত ট্রলার ও নৌকোকে নিজস্ব ল্যান্ডিং সেন্টারে ফিরে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

সাধারণত উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর মরশুমে বঙ্গোপসাগরে ঘনঘন নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবহাওয়ার এই আচমকা রদবদল গভীর সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড়সড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তর চেন্নাই উপকূলের মাঝামাঝি অঞ্চলে আছড়ে পড়া ‘মুরাসু’ ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কাশিমেনু এলাকার নয়জন মৎস্যজীবীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল।

পূর্বের এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আবহাওয়া দফতর সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কতা আগাম জারি করছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগগুলিও উপকূলবর্তী মৎস্যজীবীদের সতর্ক ও সচেতন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

তামিলনাড়ুর মৎস্য ও মৎস্যজীবী কল্যাণ বিভাগ, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর এবং রাজ্য প্রশাসনের তরফে জারি করা সমস্ত আবহাওয়া নির্দেশিকা ও সতর্কতা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার জন্য মৎস্যজীবীদের প্রতি বিশেষ আবেদন জানিয়েছে।

নিশা ভগতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের, ন্যায়বিচারের আশ্বাস

গুমলা, ১১ নভেম্বর: জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর বুধবার গুমলায় এসে পৌঁছেছেন। এখানে তিনি প্রয়াত সমাজকর্মী নিশা ভগতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন, ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং পরিবারকে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন যে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও হয়রানির ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।



সাক্ষাৎকালে বিজয়া রাহাতকর ঝাড়খণ্ডে নারীদের বিরুদ্ধে হয়রানির ক্রমবর্ধমান ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি নিশা ভগত মামলায় সিবিআই তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের সুপারিশকে স্বাগত জানালেও স্পষ্ট করে দেন যে, সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য শুধু তদন্তের সুপারিশ করাই যথেষ্ট নয়। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পুলিশ ও প্রশাসনকেও কার্যকর ও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান যে, তিনি ইতোমধ্যে রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) তাদাশা মিশ্রের কাছে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান যে, রাঁচিতে পৌঁছানোর পর তিনি ঊর্ধ্বতন পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করবেন। এই বৈঠকে নারীদের সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ, তদন্তের অবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। বিজয় রাহাতকর ইঙ্গিত দেন যে, নারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে অবহেলা সহ্য করা উচিত নয় এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলিকে সময়মতো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রশাসনের অগ্রাধিকার হওয়া।

নেতানিয়াহুর ভাষণ বিদ্বেষপূর্ণ: আইজেনকোট আরব দলগুলো অভিযোগ জানাল বর্ণবাদ নিয়ে

জেরুজালেম (ইসরায়েল), ১১ নভেম্বর: ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মঙ্গলবার রাতে নতুন নেসেটে (সংসদ) তীক্ষ্ণ ভাষণ দিয়েছেন। নতুন সরকার গঠনকারী ইয়াশার পার্টির নেতা গাদি আইজেনকোট তাঁর ভাষণকে ঘৃণায় পরিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। আরব দলগুলো ব্যঙ্গ করে তাঁকে বর্ণবাদী বলে সমালোচনা করেছে। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একটি জাতীয় ঐক্য সরকার গঠনের আহ্বান জানান এবং আরব দলগুলোকে ইসরায়েলকে ধ্বংস করার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত করেন। তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের সরকার গঠনের জন্য আরব দলগুলোর সমর্থনের ওপর নির্ভর না করার জন্য সতর্ক করে দেন।

জানা গিয়েছে, গাদি আইজেনকোট বলেছেন যে নেতানিয়াহুর ভাষণ প্রমাণ করে যে তিনি পদে থাকার অযোগ্য। আরব আইনপ্রণেতারা বলেছেন, তার ভাষণ নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে তাদের আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে। বিগত মাসের নির্বাচনে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর এবং রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজোগ আইজেনকোটকে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট দেওয়ার পর, নেতানিয়াহু নির্বাচনের সময় শুরু করা একই প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। তিনি আরব দলগুলোকে অবৈধ প্রমাণ করতে এবং তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। নেতানিয়াহুর বক্তৃতার সময় বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা বারবার তাঁকে বাধা দেন। তাঁরা



নেতানিয়াহুর মিত্রদের কাতারের সাথে কথিত সম্পর্ক নিয়ে জবাব দাবি করেন এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামাস হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য একটি সরকারি কমিশন গঠনে তার অস্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। নতুন নেসেটের শপথ গ্রহণের পর নেতানিয়াহু তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইরানের সঙ্গে দুটি যুদ্ধ করা সত্ত্বেও ইসরায়েল এখনও হুমকির মুখে রয়েছে। নেতানিয়াহু বলেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির দ্বারা সৃষ্ট তাৎক্ষণিক অস্তিত্বের হুমকি এড়ানোর পর, দেশটি এখন তা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করছে। এই হুমকি স্থায়ী ভাবে নির্মূল করার একমাত্র উপায় হল আয়াতুল্লাহদের শাসনের পতন ঘটানো। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের গণহত্যার পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে নিজের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, ‘আমরা মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা পালটে দিয়েছি।’ দেশের মুখোমুখি হওয়া হুমকির মধ্যে নেতানিয়াহু প্রস্তাব দেন, ‘আমাদের সবকিছু একপাশে রেখে একটি ‘জাতীয় ঐক্য সরকার’ গঠন করা উচিত।’ এদিকে, রা’আম পার্টির চেয়ারম্যান ও এমপি মনসুর আব্বাস মঙ্গলবার এন১২-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, ২০২১ সালে ‘অপারেশন গার্ডিয়ান অফ দ্য ওয়ালস’ চলাকালীন বালফোর স্ট্রিটে তার সরকারি বাসভবনে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি হামাসের তৎকালীন নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে বিশ্বাস করেন এবং তারা উভয়েই একে অপরকে বোঝেন। আব্বাসের মতে, এই বৈঠকের সময় নেতানিয়াহু সিনওয়ারের কাছ থেকে পাওয়া একটি বার্তার কথাও উল্লেখ করেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘সে আমাকে কী পাঠিয়েছে তা কি তুমি দেখনি?’ আব্বাস জানান, এই কথোপকথনের আগে সিনওয়ার নেতানিয়াহুকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না, যে চিঠিতে পরিকল্পিত ঝুঁকি শব্দটি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ময়দান

পাকিস্তান ম্যাচের পর সাফ গেমসে বদল এল ভারতের ফুটবল দলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক সমস্যায় জেরবার এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। মাঠের লড়াইয়ের থেকেও যেন মাঠের বাইরের পরিস্থিতি বেশি করে আলোচনায় উঠে আসছে। কখনও হোটেলে ঘর পেতে দেরি, কখনও খাবারের মান ও মেনু নিয়ে অসন্তোষ, আবার কখনও প্রতিযোগিতার মাঝপথে দলের ফুটবলারদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে সিনিয়র জাতীয় দলকে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে সাফ অভিযান শুরু থেকেই নানা জটিলতার মুখে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-২৩ দল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে জয় এলেও বুধবার মালদ্বীপের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে কার্যত নতুন করে দল সাজানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কোচ নৌশাদ মুসার সামনে।

প্রথমে ১৮ জন ফুটবলারকে নিয়েই ঢাকায় পৌঁছেছিল ভারতীয় দল। পরিকল্পনা ছিল, বুধবার মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আরও ১০ জন ফুটবলার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাতে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচগুলিতে শক্তিশালী দল নামাতে পারবেন কোচ। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর সেই পরিকল্পনায় একাধিক পরিবর্তন করতে হয়েছে। আপুইয়া ও সাহালের চোটের পাশাপাশি সিনিয়র জাতীয় দলের প্রয়োজনেও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ৩-২ গোলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সুহেল ভাটরা। সেই ম্যাচে নজর কেড়েছিলেন স্টপার বিজয় এবং পাঞ্জাব এফসির উইঙ্গার সুহেলও। তাঁদের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হয়ে সিনিয়র দলের কোচ খালিদ জামিল নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য দু’জনকেই ডেকে নেন। ফলে সাফের বাকি ম্যাচগুলিতে তাঁদের আর পাচ্ছেন না নৌশাদ মুসা।

শুধু তাই নয়, মোহনবাগানের লিস্টন কোলাসোকেও পাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় দলের। ওড়িশার বিরুদ্ধে আইএসএল ম্যাচ খেলার পর সরাসরি ঢাকায় পৌঁছনোর কথা ছিল তাঁর। মালদ্বীপের বিরুদ্ধে আক্রমণভাগ সাজানোর ক্ষেত্রে লিস্টনকে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে দেখছিলেন মুসা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকেও সিনিয়র জাতীয় দলের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে আক্রমণে পরিকল্পনা বদলাতে হচ্ছে ভারতীয় কোচকে। এর মধ্যেই নতুন করে সমস্যা তৈরি করেছে মুম্বই সিটি এফসি। নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য জাতীয় দল প্রস্তুতি নিলেও বর্তমানে আইএসএল বন্ধ। ক্লাব কর্তৃপক্ষের ধারণা, দেরিতে মরশুম শুরু হওয়ায় তাদের ফুটবলাররা এখনও পুরোপুরি ম্যাচ ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। এই বিরতিতে তাঁদের অনুশীলনের মধ্যে রেখে পরবর্তী আইএসএল ম্যাচগুলির জন্য প্রস্তুত করাই ক্লাবের লক্ষ্য। সেই কারণেই পাকিস্তান ম্যাচের পর ভারতীয় শিবির থেকে পাঁচ ফুটবলারকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে মুম্বই। অর্থাৎ একের পর এক কারণে সাফের দল থেকে ফুটবলার কমছে।

তবে এই পরিস্থিতিতে বিকল্প ফুটবলারও দলে যোগ দিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে ঢাকায় পৌঁছে ভারতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন বিষ্ণু, সন্দীপ মান্ডি এবং সানার মতো ফুটবলাররা। তাঁদের নিয়েই মালদ্বীপের বিরুদ্ধে দল গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন মুসা। কিন্তু যে দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, তার সঙ্গে বর্তমান দলের যথেষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

এত সমস্যার মধ্যেও প্রতিপক্ষকে নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন ভারতীয় কোচ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মালদ্বীপের খেলা দেখে তাঁর মনে হয়েছে, দলটির গতির উপর নির্ভরতা রয়েছে। তবে ভারতীয় ফুটবলারদের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখছেন তিনি। কারণ, যে পাকিস্তানকে ভারত ৩-২ গোলে হারিয়েছে, সেই পাকিস্তানের কাছেই মালদ্বীপকে ৩-০ ব্যবধানে হারতে হয়েছে। ফলে কাগজে-কলমে ভারতই এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে।

মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ড্র করলেও গ্রুপ পর্ব থেকে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ থাকবে ভারতের। কিন্তু শুধুমাত্র এক পয়েন্টের কথা মাথায় রেখে খেলতে নারাজ নৌশাদ মুসা। ঢাকা থেকে ফোনে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ড্রয়ের কথা ভেবে খেলতে নামলে সমস্যা হবে। পাকিস্তানের মতো মালদ্বীপকেও হারাতে হবে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের ফলাফল যা-ই হোক, জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চাইছে না ভারতীয় শিবির।

তবে মাঠের বাইরের অব্যবস্থার ছবিটাও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ঢাকায় পৌঁছে প্রথম দিন টিম হোটেলে ঘর পাওয়ার জন্য প্রায় চার ঘণ্টা লবিতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ফুটবলারদের। সেই সমস্যা মিটলেও স্বস্তি ফেরেনি। পরবর্তী সময়ে প্রাতরাশের ব্যবস্থা নিয়েও অসন্তোষ তৈরি হয়। অভিযোগ, পেশাদার ফুটবল দলের জন্য যে ধরনের খাবার ও পুষ্টির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তার বদলে সাধারণ পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত খাবারের মেনুই রাখা হয়েছিল ফুটবলারদের জন্য।

একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসে যদি ফুটবলারদের হোটেলের ঘর, খাবার এবং দল গঠনের মতো বিষয় নিয়ে বারবার সমস্যায় পড়তে হয়, তা হলে প্রস্তুতিতে তার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। পাকিস্তানকে হারিয়ে অভিযান শুরু করলেও মালদ্বীপ ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরের সামনে তাই একাধিক চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার, এত প্রতিকূলতার মধ্যেও মাঠে নেমে জয় তুলে নিয়ে পরবর্তী রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করতে পারেন কি না নৌশাদ মুসার ছেলেরা।

মালদ্বীপকে হারিয়ে শেষ চারে ভারত সুহেল আহমেদ ভাটের পেনাল্টিতে মীমাংসা



নিজস্ব প্রতিবেদন: ড্র করলেই সেমিফাইনালে ওঠা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি ভারত। শেষ পর্যন্ত সুহেল আহমেদ ভাটের পেনাল্টি গোলে মালদ্বীপকে ১-০ হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে পৌঁছে গেল নীল জার্সিধারীরা। বুধবার ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ পর্বে দু’ম্যাচের দু’টিতেই জিতল ভারত।

শুরু থেকেই আক্রমণে ঝাঁপায় ভারত। চতুর্থ মিনিটে ব্রিসন ডিউবিনের থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন সুহেল। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়েও শট লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন তিনি। ৩২ মিনিটে মালদ্বীপের কর্নার থেকে বিপদ তৈরি হলেও চিংলেনসানা সিংয়ের হেডারে রক্ষা পায় ভারত। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি পায় ভারত। দুরন্ত পায়ের কাজে দু’জন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকেছিলেন আবদুল রবিহ। তাঁকে ফাউল করেন হুসেন সিফাউ ইউসুফ। ৩৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে গোলরক্ষককে ভুল দিকে পাঠিয়ে গোল করেন সুহেল। প্রতিযোগিতায় এটি তাঁর তৃতীয় গোল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি ভারত। ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। শেষ দিকে সমতা ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা চালায় মালদ্বীপ। কিন্তু গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবের পরপর দুটি দুরন্ত সেভ ভারতের জয় নিশ্চিত করে। শেষ পর্যন্ত এক গোলের ব্যবধান ধরে রেখেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এইচডব্লুএইচ-III-০২-২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/III/পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের সিল করা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** সাঁইথিয়া-পাকুড় ৪র্থ লাইন, মুরারই- বড়হরওয়া ৩য় লাইন এবং পাকুড়-গুমানী ৪র্থ লাইন প্রকল্পে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করার প্রস্তাবিত বিষয়গুলির পর্যবেক্ষণগুলি সম্পাদন এবং পাকুড়ে ২০টি রেলওয়ে কোয়ার্টার নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য (টাঃ)ঃ** ১০,৪৬,১৯,৭১৬.২৩ টাকা। **টেন্ডারনথির মূল্য (টাঃ) ঃ** শূন্য। **বায়নারাশি (টাঃ) ঃ** ২০,৯২,৪০০.০০ টাকা, **কাজ সম্পাদনের মেয়াদঃ** ০৬ (ছয়) মাস, **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০টা। টেন্ডারনথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ জানার জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। টেন্ডারের দরপত্র শুধুমাত্র উপরিল্লিখিত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডার-এর মাধ্যমেই জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য হাতে-হাতে জমা করা প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হবে না এবং যদি হাতে-হাতে প্রস্তাব জমা দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে।

CON-49/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**



‘অকল্যাণের’ মেঘ ভারতীয় ফুটবলের আকাশে? নাকি আবারও ‘কল্যাণ’!

গৌরব সেন

ফুটবল আবেগ, ইতিহাস, আত্মপরিচয় এবং কোটি-কোটি ভারতীয় স্বপ্নের নাম। যে দেশে ফুটবল নিয়ে মানুষের উন্মাদনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত, সেই দেশের ফুটবল প্রশাসনের আকাশে আজ যেন জমেছে এক অদৃশ্য মেঘ। মাঠের লড়াইয়ের বাইরেও শুরু হয়েছে অন্য এক খেলা-ক্ষমতার সমীকরণ, প্রশাসনিক হিসাব-নিকাশ, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের লড়াই। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) আসন্ন নির্বাচন তাই নিছক একটি সাংগঠনিক নির্বাচন নয়, বরং ভারতীয় ফুটবলের আগামী দিনের গতিপথ নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।

২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর, ৩৩টি ভোট পেয়ে এআইএফএফ-এর সভাপতি পদে বসেছিলেন কল্যাণ চৌবে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি বাইচুং ভুটিয়া পেয়েছিলেন মাত্র একটি ভোট। সেই বিপুল ব্যবধানের জয়কে ঘিরে ফুটবল মহলে তৈরি হয়েছিল পরিবর্তনের প্রত্যাশা। অনেকেই ভেবেছিলেন, নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে ভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে আসবে পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা এবং আধুনিকতার ছোঁয়া। চার বছরের কার্যকালের শেষ প্রান্তে এসে অবশ্য সেই প্রত্যাশার পাশে জমেছে একাধিক প্রশ্ন। আগামী ২০ ডিসেম্বর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন। ফলে এখন সবচেয়ে বড় কৌতূহল কল্যাণ চৌবে কি আবারও ফিরবেন ক্ষমতার কেন্দ্রে, নাকি ভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে দেখা যাবে নতুন কোনও মুখ?

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সমীকরণেও দেখা যাচ্ছে নতুন মেরুকরণ। প্রাক্তন এআইএফএফ সভাপতি প্রফুল প্যাটেল এবং বিজেপি নেতা তথা উত্তরপ্রদেশ ফুটবল সংস্থার সভাপতি অরবিন্দ মেননের একসঙ্গে কাজ করার আলোচনা নির্বাচনী আবহকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। যদিও কে কোন পদে লড়বেন, কিংবা কোনও আনুষ্ঠানিক প্যানেল তৈরি হয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবুও এই সম্ভাব্য জোট বর্তমান প্রশাসনের সামনে নতুন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

প্রফুল প্যাটেল এআইএফএফ-এর প্রশাসনিক ইতিহাসের পরিচিত মুখ। অন্যদিকে অরবিন্দ মেননের সাংগঠনিক যোগাযোগ নির্বাচনী সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা সময়ই বলবে। তবে প্রশ্ন হল, এই







লড়াই কি শুধুই নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য, নাকি ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক দর্শনেও আসবে কোনও মৌলিক পরিবর্তন?

কল্যাণ চৌবের কার্যকালের অন্যতম আলোচিত অধ্যায় আন্তর্জাতিক ফুটবল আয়োজন। ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও পানামার মতো দেশের দলকে ভারতের মাটিতে খেলতে দেখা নিঃসন্দেহে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ছিল আনন্দের বিষয়। বিশেষ করে ব্রাজিলের মতো বিশ্বফুটবলের ঐতিহ্যবাহী দলের উপস্থিতি ভারতীয় দর্শকদের আবেগকে নতুন করে উসকে দিয়েছিল। কিন্তু যে আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ানোর স্বপ্ন, আজ সেই আয়োজনের আর্থিক হিসাবই প্রশাসনের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। তথ্য অনুযায়ী, এই তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের ফলে এআইএফএফ-এর সম্ভাব্য আর্থিক ঘাটতি প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ কোটি টাকা হতে পারে। টিকিট বিক্রি থেকে প্রত্যাশিত আয় না হওয়া এবং ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের অসামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এত বড় মাপের আয়োজনের আগে কি যথাযথ আর্থিক পরিকল্পনা করা হয়েছিল? পৃষ্ঠপোষকতা, সম্প্রচারস্বত্ব, টিকিট বিক্রি এবং বিদেশি দলগুলির সঙ্গে চুক্তির আর্থিক শর্ত কি বাস্তবসম্মতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল?

বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ে ১ নভেম্বরের বিশেষ সাধারণ সভায়। সেখানে সম্ভাব্য আর্থিক ঘাটতি মেটাতে ফেডারেশনের স্থায়ী আমানত(ফিক্সড ডিপোজিট) ভাঙার প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু সহ-সভাপতি এন এ হারিস-সহ



একাধিক সদস্য সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য, জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া ফেডারেশনের সঞ্চিত অর্থে হাত দেওয়া উচিত নয়। কারণ এই অর্থ শুধু ব্যাংকে পড়ে থাকা কিছু সংখ্যা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশের ঘরোয়া ফুটবলের ভবিষ্যৎ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং তৃণমূল স্তরের উন্নয়নের সম্ভাবনা।

প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেলও এই আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের জন্য বাইরের উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের আশ্বাস দেওয়া হয়ে থাকলে, পরবর্তী সময়ে কেন ফেডারেশনের নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ ব্যবহারের প্রস্তাব উঠল, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আমানত ভাঙার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এখানেই ভারতীয় ফুটবলের সামনে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক ফুটবলের ঝলমলে আলো যতই আকর্ষণীয় হোক, দেশের ফুটবলের ভিত যদি দুর্বল থাকে, তাহলে সেই আলো দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সন্তোষ ট্রফি, বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা, রাজ্য লিগ, ক্লাব ফুটবল এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য নিয়মিত অর্থের প্রয়োজন। বড় দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ আয়োজনের পর যদি সেই আর্থিক চাপ ঘরোয়া ফুটবলের কাঁধে এসে পড়ে, তাহলে উন্নয়নের স্বপ্নই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

তবে এবারের নির্বাচনে একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে যা হলো প্রশাসনে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ। বিশেষ কৃতিত্বসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ হিসেবে পুরুষ ও মহিলা প্রাক্তন ফুটবলারদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজীব শর্মার প্রকাশিত তালিকায় বাইচুং ভুটিয়া, আই এম বিজয়ন, ব্রুনো কুটিনহো, ক্লাইম্যাক্স লরেন্স, বেমবেম দেবী এবং অদিতি চৌহানের মতো পরিচিত নাম রয়েছেন। তালিকায় ২০ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা ফুটবলার রয়েছেন। সেখান থেকে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এআইএফএফ-এর সাধারণ পরিষদে জায়গা পাবেন।

এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে আশার আলো। যাঁরা একদিন দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে লড়াই করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও মূল্যবান হতে পারে। তবে প্রতিনিধিত্বের অর্থ যেন কেবল আনুষ্ঠানিক উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ না থাকে। তাঁদের কণ্ঠস্বর, অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ যদি সত্যিই নীতিনির্ধারণে জায়গা পায়, তবেই এই পরিবর্তনের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

২০ ডিসেম্বরের নির্বাচন তাই ভারতীয় ফুটবলের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। নতুন প্রশাসনের সামনে থাকবে জাতীয় দলের পারফরম্যান্স উন্নত করা, ক্লাব ফুটবলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ও আই-লিগের ভবিষ্যৎ সুসংহত করা, রাজ্য সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল স্তরে প্রতিভা তুলে আনার মতো একাধিক কঠিন দায়িত্ব। শুধু আন্তর্জাতিক তারকাদের দেশে এনে দর্শকদের উচ্ছ্বাস তৈরি করলেই ফুটবলের উন্নয়ন হয় না। প্রয়োজন এমন একটি কাঠামো, যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাবান ফুটবলারও স্বপ্ন দেখার সুযোগ পাবে।

কল্যাণ চৌবে আবারও সভাপতি হবেন, নাকি প্রফুল প্যাটেল ও অরবিন্দ মেননের সমীকরণ নতুন নেতৃত্বের পথ খুলে দেবে তার উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত, এবার নির্বাচনের আগে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, প্রয়োজন কাজের হিসাব। প্রয়োজন আর্থিক সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং ভারতীয় ফুটবলের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

ফুটবল মাঠে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশাসনের ব্যর্থতার মূল্য যেন খেলোয়াড়, ক্লাব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিতে না হয়। ভারতীয় ফুটবলের প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা ক্ষমতার চেয়ারে বসার আগে ফুটবলের মাটির গন্ধ চিনতে শিখবেন।

শেষ পর্যন্ত লড়াইটা কল্যাণ চৌবে বনাম প্রফুল প্যাটেলের নয়, অরবিন্দ মেনন বনাম অন্য কোনও ব্যক্তিরও নয়। লড়াইটা ভারতীয় ফুটবলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ঘিরে। ২০ ডিসেম্বর হয়তো নতুন কোনও অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু সেই অধ্যায়ে যদি স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং উন্নয়নের বাস্তব প্রতিশ্রুতি না থাকে, তাহলে নাম বদলালেও ছবিটা বদলাবে না.ভারতীয় ফুটবলের আকাশে জমে থাকা ‘অকল্যাণের’ মেঘ কাটিয়ে কি সত্যিই ফিরবে ‘কল্যাণ’? নাকি নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে শুরু হবে এক নতুন ভোর? উত্তর দেবে সময়।

একদিন ভারতীয় ফুটবলের ঠিকানা ছিল বাংলা, আজ জাতীয় দলে বাঙালি ফুটবলার খুঁজতেই আতসকাচ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঞ্জাবি ট্রামচালক আর ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলে বাঙালি ফুটবলার; যেন সমার্থক শব্দ! কারণ পাঞ্জাবি ট্রামচালক যেমন কেউ কোনদিন হয়তো দেখেননি, তেমনই বর্তমান জাতীয় ফুটবল দলে বাঙালি ফুটবলারও দেখা যাচ্ছে না। কথাটা শুনতে মজার, কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় ফুটবলের একটা বড় ইতিহাস। একটা সময় জাতীয় দল ঘোষণা হলেই চোখ বুলিয়ে নেওয়া হত বাঙালি ফুটবলারদের নামের তালিকায়। গোলকিপার থেকে রক্ষণ, মাঝমাঠ থেকে আক্রমণ; প্রায় প্রতিটি বিভাগেই থাকত বাংলার প্রতিনিধি। শুধু সংখ্যার বিচারে নয়, ভারতীয় ফুটবলের খেলার ধরন, নেতৃত্ব এবং প্রতিভার বিকাশেও বাংলার অবদান ছিল অপরিসীম। অথচ সেই বাংলাতেই আজ জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর মতো ফুটবলার খুঁজে পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। যে বাংলা একসময় ভারতীয় ফুটবলের প্রতিভার অন্যতম প্রধান আঁতুড়ঘর ছিল, সেই বাংলা কীভাবে পিছিয়ে পড়ল?

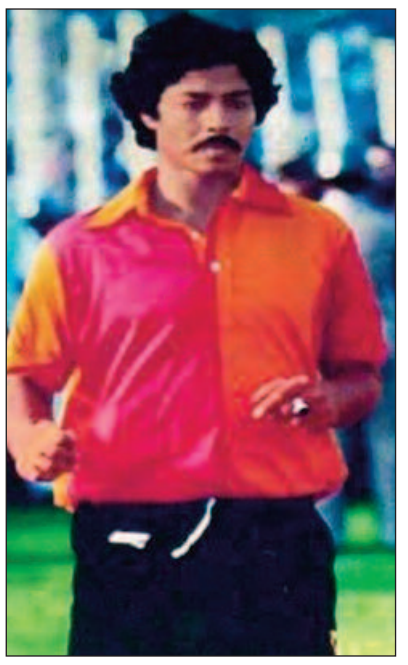
বাংলার ফুটবলের ঐতিহ্য বুঝতে গেলে একটু পিছিয়ে তাকাতেই হবে। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম কেন্দ্র। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর হাত ধরে বাংলায় ফুটবলের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৯ সালে মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয় শুধু একটি ক্লাবের সাফল্য ছিল না, তা ছিল ভারতীয় ফুটবলের আত্মপরিচয় তৈরির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরবর্তী সময়ে ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং-সহ একাধিক ক্লাবের উত্থান বাংলার ফুটবল সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করে।

এই সংস্কৃতিরই ফসল ছিলেন চুনী গোস্বামী, পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, সুভাষ ভৌমিক, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষাণু দে, বিকাশ পাঁজির মতো ফুটবলাররা। তাঁদের কেউ ভারতীয় ফুটবলের আক্রমণভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন, কেউ মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন, কেউ রক্ষণকে করেছেন দুর্ভেদ্য। গোলকিপার হিসেবেও বাংলার ঐতিহ্য ছিল ঈর্ষণীয়। ফুটবল যে শুধু প্রতিভার খেলা নয়, তা শেখার, বোঝার এবং অনুশীলনেরও বিষয়, সেই সংস্কৃতি বাংলার ফুটবলে একসময় গভীরভাবে প্রোথিত ছিল।

নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সেই ধারার প্রভাব জাতীয় দলে স্পষ্ট ছিল। তবে ২০০০ সালের পর থেকেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। দেবজিৎ ঘোষ, মেহতাব হোসেন, রহিম নবী, শুভাশিস বসু, প্রীতম কোটাল, প্রণয় হালদারদের মতো ফুটবলাররা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দলের দরজায় পৌঁছেছেন। বিশেষ করে গোলকিপার পজিশনে বাঙালি ফুটবলারদের উপস্থিতি ছিল প্রায় নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পরিচিত ছবিটাও হারিয়ে যেতে থাকে। ২০১৫ সালের পর শুভাশিস, প্রীতমদের মতো কয়েকজনের উপস্থিতি বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের আশার আলো দেখিয়েছিল। রহিম আলির মতো ফুটবলারকেও জাতীয় দলে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা আর তৈরি হয়নি। এখন প্রশ্ন, বাংলার ফুটবলে কি প্রতিভার অভাব, নাকি







প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং তৈরি করার ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে?

আসলে সমস্যাটা একদিনে তৈরি হয়নি। এর অন্যতম বড় কারণ তৃণমূল স্তরের ফুটবলের দুর্বল হয়ে পড়া। একসময় কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলিতেও ফুটবলের শক্তিশালী লিগ এবং প্রতিযোগিতার ছিল। মফস্বলের মাঠ থেকে উঠে আসতেন অসংখ্য প্রতিভাবান ফুটবলার। স্থানীয় ক্লাব, স্কুলের প্রতিযোগিতা, মহকুমা ও জেলা স্তরের লিগ; সব মিলিয়ে একজন ফুটবলারের বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক পথ তৈরি হত। আজ সেই ব্যবস্থার অনেকটাই দুর্বল। মাঠ কমেছে, নিয়মিত প্রতিযোগিতা কমেছে, বহু জায়গায় জেলা লিগের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে। শহর ও শহরতলির জমির চরিত্র বদল, মাঠের অভাব এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ কমে যাওয়া এই সংকটকে আরও গভীর করেছে।

দ্বিতীয় বড় সমস্যা হল আধুনিক ফুটবলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়া। এখনকার ফুটবল শুধু বল নিয়ে দৌড়নো কিংবা ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। শারীরিক সক্ষমতা, গতি, সহনশীলতা, কৌশলগত বোধ, পুষ্টি, মানসিক প্রস্তুতি; সবকিছুর সমন্বয় প্রয়োজন। ইউরোপ কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল অ্যাকাডেমিগুলিতে ছোট বয়স থেকেই ফুটবলারদের এইভাবে তৈরি করা হয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও গত দুই দশকে এই জায়গায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বিশেষ করে মণিপুর, মিজোরাম ও মেঘালয়ের ফুটবলাররা



জাতীয় দলের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক পর্যায় এবং পেশাদার লিগে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। বাংলার সঙ্গে প্রতিভার লড়াইয়ে এখন আর কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্লাব ফুটবলের চরিত্রের পরিবর্তন। আইএসএল এবং পেশাদার ফুটবলের বিস্তারের ফলে ক্লাবগুলির সামনে এখন দ্রুত ফল পাওয়ার চাপ অনেক বেশি। সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার এবং বিদেশি খেলোয়াড়দের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। এতে প্রতিযোগিতার মান বাড়লেও স্থানীয় তরুণদের নিয়মিত খেলার সুযোগ সবসময় তৈরি হচ্ছে না। কলকাতার বড় ক্লাবগুলির ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন উঠেছে। নামী ক্লাবের জার্সি গায়ে খেললেই একজন তরুণ বাঙালি ফুটবলারের জাতীয় দলে পৌঁছনোর রাস্তা তৈরি হয় না। তার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ম্যাচ খেলা, উন্নত প্রশিক্ষণ এবং নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ।

এখানেই আরও একটি বড় প্রশ্ন উঠে আসে। বাংলার ফুটবল প্রশাসন কি সময়ের সঙ্গে নিজেদের বদলাতে পেরেছে? ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সমর্থক কয়েক কোটি। ডার্বি দেখতে এখনও যুবভারতী কানায় কানায় ভরে যায়। কিন্তু এই বিপুল আবেগের কতটা বিনিয়োগ হচ্ছে নতুন ফুটবলার তৈরির কাজে? শুধু বড় ক্লাবের ট্রফি জেতা কিংবা বিদেশি ফুটবলার এনে দল সাজালেই বাংলার ফুটবলের উন্নতি হবে না। বরং ক্লাবগুলিকে নিজেদের যুব অ্যাকাডেমি, বয়সভিত্তিক দল এবং প্রতিভা অন্বেষণের ব্যবস্থায় আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলার ফুটবল সংস্কৃতির অবক্ষয় নিয়ে আলোচনায় এই প্রশ্ন বারবার উঠেছে।

তাহলে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তা কী?

প্রথমত, জেলা ফুটবলের পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত জরুরি। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, পুরুলিয়া থেকে মেদিনীপুর; প্রতিটি জেলায় নিয়মিত ফুটবল লিগ চালু করতে হবে। শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক ফুটবল দিয়ে বাংলার হারানো গৌরব ফিরবে না। প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাবান ছেলেদের খুঁজে বের করার জন্য জেলা স্তরে দক্ষ প্রশিক্ষক এবং নির্বাচক নিয়োগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আট থেকে বারো বছর বয়সি ছেলেদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ফুটবলের প্রাথমিক শিক্ষার সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সে বলের নিয়ন্ত্রণ, পাসিং, ড্রিবলিং, শরীরের ভারসাম্য এবং খেলার বোধ তৈরি হয়। প্রতিটি বড় ক্লাবের পাশাপাশি রাজ্য ফুটবল সংস্থাকেও বয়সভিত্তিক অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু অ্যাকাডেমি খুললেই হবে না, সেখানে প্রশিক্ষণের মান নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

তৃতীয়ত, বাংলার ফুটবলে বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ ফিরিয়ে আনতে হবে। আধুনিক জিম, ফিটনেস প্রশিক্ষক, পুষ্টিবিদ, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং বিশ্লেষকদের যুক্ত করতে হবে। ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা ও খেলার পরিসংখ্যান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একজন প্রতিভাবান ফুটবলার যেন শুধুমাত্র পর্যাপ্ত সুযোগ এবং সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে হারিয়ে না যান।

চতুর্থত, প্রতিভাবান তরুণদের নিয়মিত সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ দিতে হবে। অনূর্ধ্ব-১৭ কিংবা অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ভালো খেলার পর অনেক ফুটবলারই পরবর্তী ধাপে গিয়ে হারিয়ে যান। কারণ, বয়সভিত্তিক ফুটবল থেকে সিনিয়র ফুটবলে ওঠার সেতুটা যথেষ্ট মজবুত নয়। আই লিগ, আইএসএল কিংবা অন্য পেশাদার প্রতিযোগিতায় তরুণ বাঙালি ফুটবলারদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য ক্লাবগুলিকে পরিকল্পনা করতে হবে।

পঞ্চমত, স্কুল ফুটবলকে নতুন করে গুরুত্ব দিতে হবে। একসময় স্কুলের মাঠ থেকেই অনেক প্রতিভাবান ফুটবলারের উত্থান হয়েছিল। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল এবং স্থানীয় টুর্নামেন্টকে আরও সংগঠিত করতে হবে।

ফুটবল খেলতে গিয়ে কোনও ছাত্রের পড়াশোনা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই ব্যবস্থাও জরুরি। কারণ, প্রতিভার সঙ্গে নিরাপদ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা না থাকলে অনেক পরিবারই সন্তানকে পেশাদার ফুটবলে আসতে উৎসাহ দেবে না।

সবচেয়ে বড় কথা, বাংলার ফুটবলকে শুধু নস্টালজিয়ার মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। চুনী গোস্বামী, পি কে বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সুভাষ ভৌমিকদের নাম করে গর্ব করার পাশাপাশি তাঁদের ফুটবল দর্শন, অনুশীলনের সংস্কৃতি এবং প্রতিযোগিতার মান নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। পুরনো তারকাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন প্রশিক্ষক তৈরি করা যেতে পারে। বাংলার প্রাক্তন ফুটবলারদের নিয়ে প্রতিভা অন্বেষণের বিশেষ দলও গড়া সম্ভব।

ভারতীয় ফুটবলের প্রতিভার মানচিত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, সেটাও মেনে নিতে হবে। উত্তর-পূর্ব ভারত এখন জাতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রধান শক্তি। মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রতিভা তুলে আনছে। তাদের সাফল্যকে হিংসা না করে শেখার চেষ্টা করতে হবে। শুধু আবেগ দিয়ে ফুটবল হয় না, তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, পরিকাঠামো এবং সঠিক প্রশাসনিক উদ্যোগ।

একসময় ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে বাংলা ছিল অপরিহার্য। জাতীয় দলের প্রথম একাদশে বাঙালি ফুটবলার থাকবেন, গোলপোস্টের নিচে দেখা যাবে বাংলার কোনও ছেলেকে, মাঝমাঠে কিংবা আক্রমণে থাকবে বাংলার প্রতিনিধি;এটাই ছিল স্বাভাবিক ছবি।

আজ সেই ছবিটা অনেকটাই অতীত। এখন আর শুধু জাতীয় দলের তালিকায় বাঙালি ফুটবলার খুঁজলে হবে না, খুঁজতে হবে বাংলার ফুটবল ব্যবস্থার কোথায় গলদ তৈরি হয়েছে।

পাঞ্জাবি ট্রামচালকের উপমা হয়তো একসময় হাসির খোরাক ছিল। কিন্তু জাতীয় ফুটবলে বাঙালির অনুপস্থিতি আজ আর হাসির বিষয় নয়, বরং গভীর উদ্বেগের কারণ। কলকাতার ডার্বিতে হাজার হাজার মানুষের গর্জন প্রমাণ করে, বাংলায় ফুটবলের প্রতি ভালবাসা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। প্রয়োজন সেই ভালোবাসাকে মাঠে, প্রশিক্ষণে এবং নতুন ফুটবলার তৈরির কারখানায় ফিরিয়ে আনা। নইলে একদিন হয়তো বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের সন্তানদের বোঝাতে হবে, একটা সময় ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দল মানেই ছিল এক ঝাঁক বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতি। সেই দিনটা যেন সত্যি না হয়।